মাসিক
বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

৩৭ খণ্ড সংখ্যা ২৯ মাঘ-ফাল্গুন ১৪১৮ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০১২ রেজিস্ট্রেশন ঃ ৩০/৭৫

সম্পাদকীয়

দ্বিতীয়ার্ধের মুদ্রানীতি ঘোষণা

সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক চলতি ২০১১-১২ অর্থবছরের (জানুয়ারি-জুন) দ্বিতীয়ার্ধের জন্য মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে। এবারের মুদ্রানীতিতে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

নতুন মুদ্রানীতিতে মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনাসহ সকল আর্থিক সহায়তার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়েছে। খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি মূলত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে এখনো বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এ কারণেই মূল্যস্ফীতির যথার্থ নিয়ন্ত্রণ এবং একক অঙ্কের ঘরে নামিয়ে আনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সার্বিকভাবে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। এছাড়াও বেসরকারি খাতে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে ঋণ যোগান পর্যাপ্ত রাখার লক্ষ্যে অন্যান্য ব্যবস্থার পাশাপাশি ভোক্তা ঋণসহ অনুৎপাদনশীল খাতগুলোয় ঋণ প্রবৃদ্ধি নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে।

অন্যান্য পৃষ্ঠায়

১. তথ্য কণিকা....................................২
২. গ্রীন ব্যাংকিং.................................৩-৪
৩. পরিক্রমা সংবাদ............................. ৫-৬
৪. অধিকোষের আড্ডা.............................৭
৫. আর্থিক অন্তর্ভুক্তি...............................৮
৬. রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক.......................৯
৭. কৃতিত্ব...১০
৮. ম্যুরাল-সম্পদ বৃক্ষ........................... ১১
৯. সাহিত্য.. ১২
১০. নতুন ডেপুটি গভর্নর.......................১৩
১১. নন- ভেজ ও ভেজ......................... ১৪
১২. স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং কর্মশালা...............১৫
১৩. ভাষা আন্দোলনের ৬০ বছর...............১৬

সম্পাদনা পর্ষদ

সম্পাদক ঃ ডঃ মোঃ গোলাম মুস্তাফা
সহকারী সম্পাদক ঃ সাঈদা খানম, মহুয়া মহসীন ও মোঃ নাজিম উদ্দিন
সম্পাদনা সহকারী ঃ আয়েশা-ই-ফাহমিদা খাতুন, আজিজা বেগম ও তারানা আফরোজ।

২০১১-১২ অর্থবছরের মুদ্রানীতি ঘোষণা

মূল্যস্ফীতি ঠেকাতে সংযত মুদ্রানীতি

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণকে অগ্রাধিকার দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক চলতি ২০১১-১২ অর্থবছরের (জানুয়ারি-জুন) দ্বিতীয়ার্ধের জন্য মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে। নতুন মুদ্রানীতিতে মুদ্রা সরবরাহ এবং বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা বর্তমান পর্যায় থেকে কিছুটা এবং গত বছরের তুলনায় ব্যাপকহারে সংকোচন করা হয়েছে। সরকারি ঋণের প্রবৃদ্ধিও বর্তমান পর্যায় থেকে কমানোর প্রাক্কলন রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান ২৬ জানুয়ারি, ২০১২ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য মুদ্রানীতি ঘোষণা করেন। এ সময় মুদ্রানীতির পরিবর্তন বিষয়ে তিনি বলেন, ২০১১-১২ অর্থবছরে দেশের অর্থনীতি অভ্যন্তরীণ ও বহিঃখাতে কিছুটা ভিন্নতর ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়, যার মোকাবিলায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি ভঙ্গিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হয়েছে। মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনাসহ সকল আর্থিক সহায়তার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধের এ মুদ্রানীতি ঘোষণাকালে গভর্নরের সিনিয়র কনসালটেন্ট মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী, গভর্নরের সিনিয়র ইকোনমিক এডভাইজার ড. হাসান জামান, ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম, আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান, এস, কে, সুর চৌধুরী, নাজনীন সুলতানাসহ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ড. আতিউর রহমান বলেন, এবারের মুদ্রানীতির ভঙ্গি হচ্ছে এ সময়ের জন্য যেমন প্রয়োজন তেমন যথোপযুক্ত মুদ্রানীতি। তিনি আরও বলেন, গত ডিসেম্বরে মূল্যস্ফীতি গড়ে ১০ দশমিক ৭ শতাংশে দাঁড়ায়। বাজেটের প্রক্ষেপিত গড় মূল্যস্ফীতি ৭ দশমিক ৫ শতাংশের তুলনায় বেশি। বিগত বছরের উচ্চতর বৈশ্বিক খাদ্য মূল্যস্ফীতির বিলম্বিত প্রভাব, ২০১০-১১ অর্থবছর অভ্যন্তরীণ ঋণ গ্রহণের উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং ভোক্তা পর্যায়ে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের সাম্প্রতিক মূল্য বৃদ্ধির কারণে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। অবশ্য সামগ্রিক মূল্যস্ফীতি (পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে) সেপ্টেম্বরের ১১ দশমিক ৯৭ শতাংশ থেকে নিম্নগামী হয়ে ডিসেম্বরে ১০ দশমিক ৬৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি মূলত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির কারণে এখনো বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ের অর্থনীতির মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে- মূল্যস্ফীতির যথার্থ নিয়ন্ত্রণ ও সেটিকে একক অঙ্কের ঘরে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

২০১১-১২ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের মুদ্রানীতি ঘোষণা করেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। সভায় ডেপুটি গভর্নরগণ উপস্থিত ছিলেন

তথ্য কণিকা

সার্কভুক্ত দেশসমূহের সেন্ট্রাল ব্যাংক ও মুদ্রার নাম

ক্রমিক নং	দেশের নাম	সেন্ট্রাল ব্যাংকের নাম	মুদ্রার নাম
১.	বাংলাদেশ	বাংলাদেশ ব্যাংক	টাকা
২.	নেপাল	নেপাল রাষ্ট্র ব্যাংক	নেপালিজ রুপি
৩.	পাকিস্তান	স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান	পাকিস্তানী রুপি
৪.	ভারত	রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	ইন্ডিয়ান রুপি
৫.	শ্রীলংকা	সেন্ট্রাল ব্যাংক অব শ্রীলংকা	শ্রীলংকান রুপি
৬.	ভুটান	রয়্যাল মনিটারী অথরিটি অব ভুটান	গুলট্রাম
৭.	মালদ্বীপ	মালদ্বীপস্ মনিটারী অথরিটি	রুফিয়া
৮.	আফগানিস্তান	দ্য আফগানিস্তান ব্যাংক	আফগানী

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার কতিপয় নির্দেশক

বিবরণ	নভেম্বর, ২০১১	ডিসেম্বর, ২০১১
রিজার্ভ (মিলিয়ন ৳)	৯২৩৮.৭৮	৯৬৩৪.৮৫
টাকা-ডলার বিনিময় হার (আন্তঃব্যাংক/গড়)	৭৬.৮৬৪০	৮১.৯৮৯২
কল রেট (ভারিত গড়)	৭.৬০	২০.২১
সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক (ডিএসই)	৫১৫৪.৬৮	৫৪০১.০৩
সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক (সিএসই)	১৪৬৮৭.৯৬	১৫২৪৯.৮০
ওয়েজ আর্নার্স রেমিট্যান্স(মিলিয়ন ৳)	৯০৮.৭৯	১১৪৪.৩৮
আমদানি (মিলিয়ন ৳)	৩১৪১.৩০	২৯১০.৫০
রপ্তানি (মিলিয়ন ৳)	১৫৯১.২৪	২০৬৪.৮৫

ইইএফ

ইইএফ এর পূর্ণ রূপ হলো ইক্যুইটি এন্ড অন্ট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড যাকে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও কৃষিভিত্তিক এবং আইসিটি খাতের কোন প্রাইভেট লিঃ কোম্পানির উদ্যোক্তাগণকে সমমূলধন সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারের একটি উদ্যোগ বলা যায়। এ সহায়তা কোনো ঋণ নয়। কাজেই এ সহায়তা বাবদ গৃহীত অর্থের উপর কোনো সুদ প্রযোজ্য নয়। প্রদত্ত সমমূলধন সহায়তার বিপরীতে সরকার কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার হিসেবে বর্তমান থাকে এবং কোম্পানির পরিচালক পর্ষদে সরকারের পক্ষে একজন মনোনীত পরিচালক নিয়োজিত থাকেন। ঝুঁকিপূর্ণ কিছু সম্ভাবনাময় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও কৃষিভিত্তিক শিল্প এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে এসব খাতের উন্নয়ন ইইএফ'র মূল উদ্দেশ্য। দেশের শিক্ষিত ও কর্মক্ষম যুবক শ্রেণীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি তথা দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ইইএফ'র লক্ষ্য।

ইইএফ সহায়তার জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর আওতায় নিবন্ধনকৃত একটি প্রাইভেট লিঃ কোম্পানি হতে হবে। অনিবাসী বাংলাদেশি, মুক্তিযোদ্ধা, মহিলা (যেমন প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহিলা) ও উপজাতি উদ্যোক্তাগণের প্রকল্প এবং পার্বত্য জেলাসমূহে অবস্থিত প্রকল্পকে ইইএফ সহায়তা প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংজ্ঞানুযায়ী কোনো ঋণ খেলাপি ইইএফ সহায়তার জন্য আবেদন করতে পারে না। ইতোমধ্যে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক এবং আইসিটি ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্পে যেমন ঃ মৎস্য হ্যাচারী ও মৎস্য চাষ, পোল্ট্রি এন্ড ফিশ ফিড মিল, চিংড়ি হ্যাচারি, লবণ উৎপাদন, টিস্যু কালচারসহ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, কার্টুন এনিমেশন ইত্যাদি প্রায় ২৮ ধরনের বিভিন্ন খাতের প্রকল্পে ইইএফ সহায়তা ছাড় করা হয়েছে।

নবায়নযোগ্য শক্তি

পুনঃ পুনঃ চার্জ প্রদানের মাধ্যমে পুনরায় ব্যবহার উপযোগী শক্তিই হল নবায়নযোগ্য শক্তি (Renewable Energy) সৌর শক্তির মাধ্যমে রিচার্জেবল সোলার প্যানেল নিষ্কাশিত বর্জ্য/বায়োগ্যাসের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে বাতি জ্বালানো, ফ্যান, টিভি চালানো ইত্যাদি নবায়নযোগ্য শক্তির উদাহরণ। নবায়নযোগ্য শক্তি ও বর্জ্য পরিশোধন খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে ২০০ কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন স্কীম চালু করেছে। এ তহবিল হতে ঋণ নিয়ে সমন্বিত গরু পালন ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য গ্রাহক পর্যায়ে সহজে অর্থায়ন সুবিধা পৌঁছে দেয়ার জন্য ব্যাংকগুলো এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ১.৫০ কোটি টাকা পুনঃ অর্থায়ন গ্রহণ করেছে এবং তারা নিজেরাই ইতোমধ্যে প্রায় ১১.০০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে যা যথেষ্ট নয়। এ জন্যে ব্যাংকসহ নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও তহবিল সুবিধার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ঋণ সুবিধা বৃদ্ধি করতে ব্যাংকগুলো যদি কোনো এজেন্ট নিয়োগ করতে চায় তার ব্যবস্থাও ইতোমধ্যে নীতিমালায় সংযোজন করা হয়েছে। কেবল মাত্র রন্ধন, গৃহস্থালী কাজ, আলো জ্বালানো ছাড়াও ক্ষুদ্র শিল্প ও সেচ কাজে সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সোলার প্যানেল স্থাপনে ঋণ দানের জন্য ব্যাংকগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশনা দিয়েছে। এমনকি ব্যাংকগুলোকে উৎসাহ দিতে বাংলাদেশ ব্যাংক নিজেই এর প্রধান ভবনের ছাদে ২০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বাতি জ্বালানোর কাজ করছে।

প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংকিং

অতীতে এমনকি বর্তমান সময়েও কোথাও কোথাও সনাতনী, শ্রম ও ব্যয় বহুল এবং সময় সাপেক্ষ (time consuming) ম্যানুয়াল ব্যাংকিং প্রচলিত রয়েছে। আজ আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে এবং তার ছোঁয়া ব্যাংকিং খাতে লাগায় আধুনিক ব্যাংকিং সেবা আজ অধিক নির্ভরযোগ্য, সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ী এবং অধিক গতিশীল হয়েছে। ইন্টারনেটের কল্যাণে ব্যাংকিং সেবা আজ ঘরে বসেই পাওয়া যাচ্ছে। অন্যান্য খাতসহ বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত প্রযুক্তির ব্যবহারে এগিয়ে থাকা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংকিং সেবা চালুকরণে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। বিগত দশকের প্রথমার্ধ থেকেই বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, এটিএম, পয়েন্ট অব সেলস্, টেলিব্যাংকিং ইত্যাদির প্রচলন এবং বৈদেশিক বাণিজ্য আরো সহজ, নির্ভুল ও গতিশীল করতে SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) এর সদস্য হিসেবে ব্যাংকগুলোর অন্তর্ভুক্তি এবং সাম্প্রতিক সময়ে মোবাইল ব্যাংকিংসহ অন-লাইনে সিআইবি সেবার প্রচলন প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক ব্যাংকিং এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বয়ংক্রিয় BACH (Bangladesh Automated Clearing House) চালুকরণ এবং EFT (Electronic Fund Transfer) নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক একটি কমন সুইচ বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে এ সেবা চালুকরণ এদেশে প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংকিং সেবাকে আরো অধিক দ্রুততার সাথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

নতুন আঙ্গিকে পিএমএস

বাংলাদেশ ব্যাংকে পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (পিএমএস) এর আওতায় বিদ্যমান ফরম পূরণের জটিলতা নিরসন এবং এ পদ্ধতি সহজ ও কার্যকর করার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়সহ শাখা অফিসের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা ও ইন্ট্রানেটের মাধ্যমে মতামত সংগ্রহ করে পিএমএস এর জন্যে একটি ফরম চূড়ান্ত করা হয়েছে। আগামী রিপোর্টিং কাল অর্থাৎ ৩১ মার্চ, ২০১২ ভিত্তিক সময় হতেই নতুন ফরমের মাধ্যমে প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন সংগ্রহ করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। নতুন পদ্ধতির এই পিএমএস ফরমে ইংরেজির পরিবর্তে বাংলা ব্যবহৃত হবে এবং এটা অনেকটাই ব্যবহারবান্ধব (user friendly) করা হয়েছে।

বাংলাদেশে গ্রীন ব্যাংকিং

ড. আতিউর রহমান, গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

বিআইবিএম অডিটোরিয়ামে আয়োজিত "গ্রীন ব্যাংকিং নীতি ও কৌশল" শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধন শেষে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান

ফুল যেমন নিজের জন্য ফোটে না, তেমনি নদী কখনো নিজের পানি পান করে না। প্রকৃতির যে অবারিত সম্ভার তার সবকিছুই নিয়োজিত রয়েছে মানুষের সেবায়। অথচ আমরা নির্মমভাবে গাছ কাটছি, বন উজাড় করছি, পানি দূষিত করছি, পারমাণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নানাভাবে প্রকৃতির উপর অবিচার করে চলছি। কিন্তু প্রকৃতির প্রতিশোধ কত ভয়ঙ্কর হতে পারে পৃথিবীবাসী তা আজ কঠোর অভিজ্ঞতায় অনুভব করতে শুরু করেছে।

পারমাণবিক বিস্ফোরণ, অতিরিক্ত কার্বন নির্গমণের ফলে ওজোনস্তরের ক্ষয়জনিত ফাটলে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, পৃথিবীর ভৌগোলিক গঠনের প্লেট বিচ্যুত হচ্ছে, এন্টার্কটিকার বিশাল বরফরাজি গলে পানি হয়ে যাচ্ছে। এতে করে বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অকাল বন্যা, খরা, মরুকরণ, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, ভূমিকম্প, সুনামি ইত্যাদি মহাপ্রলয়ে প্রকৃতি আজ ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নিতে শুরু করেছে। বাধ্য হয়েই বিশ্ব পরিবেশবোদ্ধারা আজ এক প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির এই প্রলয় মোকাবেলা করা, প্রকৃতির প্রতি নির্মম না হয়ে পরিবেশবান্ধব হওয়া ইত্যাদি নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গিতে অতি সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। বাস্তবতা হলো উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশসমূহ যারা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য খুব সামান্যই দায়ী অথচ সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হচ্ছে। আজ তারা আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংগঠনগুলোর কাছে নিজেদের অস্তিত্বের/অধিকারের প্রশ্নে এক মিছিলে সামিল হচ্ছেন।

জনসংখ্যার দ্রুত প্রবৃদ্ধি, ভূমির সঠিক ব্যবহার না হওয়া, সম্পদ ব্যবস্থাপনার অপ্রতুলতা, অসমতাপূর্ণ জৈব-রাসায়নিকের ব্যবহার, কলকারখানার বর্জ্য, রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহারসহ নানাভাবে পানি দূষণ, গণপরিবহনের অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধি ও শিল্পের নিয়ন্ত্রণহীন দূষণ, বায়ুদূষণ, ভূমির অবক্ষয়, বন উজাড়, খনিজ অবক্ষয় ইত্যাদি কারণে আমাদের জীব বৈচিত্র্যের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে এবং আগামীতে মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। প্রতিবছর খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস/সাইক্লোন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের আঘাত বেড়েই চলেছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবে খুব বেশি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের তালিকায় ইতোমধ্যে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পরিবেশ দূষণের চলমান মাত্রা কমাতে না পারলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিপন্ন হয়ে বাংলাদেশের ক্ষতির প্রক্ষেপিত মাত্রা আরো বহুগুণ বেড়ে যাবে। এতে নিঃসন্দেহে জানমালের ব্যাপক ক্ষতির পাশাপাশি আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা দারুণভাবে ব্যাহত হবে।

জাতিসংঘের জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১২০টি দেশের উপকূলীয় নদীভাঙ্গন, ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসের ভয়াবহ ছোবল থেকে রক্ষায় ম্যানগ্রোভ তথা সবুজ বেষ্টনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বনাঞ্চল উজাড়ের ক্ষেত্রে ম্যানগ্রোভ ধ্বংসের প্রবণতা দেশের অর্থনৈতিক বিবেচনায় রোধ করতে হবে। তবে আশার কথা হল জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসহ বিশ্ব কমিউনিটি সোচ্চার হয়েছে। কোপেনহেগেন ঘোষণা অনুযায়ী ২০১০-১২ সালের মধ্যে ৩০ বিলিয়ন ডলারের 'গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড' গঠনের বিষয়টি কানকুন জলবায়ু সম্মেলনে নিশ্চিত করা হয়েছে। চলতি বছর, অর্থাৎ ২০১২ সাল নাগাদ বাংলাদেশ এ ফান্ড হতে অর্থ সাহায্য পাবে। বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলে সবুজ বনায়ন সৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং নদী খননের কাজে এ অর্থ ব্যয়িত হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় এই অর্থ সাহায্য গৌণ বিবেচনা করে আমাদেরকে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আমরা যদি সমাজে ব্যক্তি সচেতনতা সৃষ্টি করে একটি বৃক্ষ কাটার বিপরীতে দু'টি বৃক্ষ রোপণ করি, আমাদের ধ্বংসপ্রায় বনকে আপন মহিমায় পরিচর্যা করি; সরকারের পাশাপাশি দেশের ব্যাংক-বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, প্রাইভেট/পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীসহ বিজনেস কর্পোরেটসমূহ যদি বনায়ন ও পরিবেশ দূষণ রোধ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকারমূলক এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্ত করে এগিয়ে যেতে পারে তাহলে আমাদের বিপন্ন প্রায় প্রকৃতি রক্ষা পাবে, ফিরে আসবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য, দূরীভূত হবে আমাদের অস্তিত্বের হুমকি। ইতোমধ্যে ব্যাংক ইন্ডাস্ট্রির জন্য গ্রীন ব্যাংকিং পলিসি ঘোষণা করে জলবায়ু সংরক্ষণে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক দায়িত্বশীল ভূমিকায় উদ্যোগী হয়েছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDGs) হিসেবে পরিবেশগত সহনীয়তা (environmental sustainability) নিশ্চিত করাকে অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে যেন আমরা টেকসই জীবিকার জন্যে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ এবং মানব স্বাস্থ্য রক্ষা ও জীব বৈচিত্র্যের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে দূষণ রোধ ও নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা পালন করি। বাস্তবিক ধরিত্রীকে রক্ষা করা মানব সমাজের জন্যে আজ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। তাই গ্রীন ব্যাংকিং এপ্রোচ ব্যাংকভেদে ভিন্নতর হলেও গ্রীন ব্যাংকিং এর মূল উদ্দেশ্য - পরিবেশ ও সমাজ রক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে, পরিবেশ ও সমাজের জন্যে ক্ষতিকর কর্মকাণ্ডকে পরিহার করে দায়িত্বশীলতার সাথে ব্যাংকের সম্পদ ব্যবহার করা এবং MDGs এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা।

'গ্রীন ব্যাংকিং' কার্যক্রমের আওতায় সম্প্রতি দেশে সৌরশক্তির ব্যবহার এবং পরিবেশবান্ধব বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ও গ্যাস ঘাটতি মোকাবেলা এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা ও জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের স্বার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রাথমিকভাবে ২০০ কোটি টাকার আবর্তনশীল তহবিল হিসেবে 'সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস ও বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম' নামে একটি স্কীম চালু করা হয়েছে। এ তহবিল হতে ঋণ নিয়ে সমন্বিত গরুপালন ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনে গ্রাহক পর্যায়ে সহজে অর্থায়ন সুবিধা পৌঁছে দেয়ার জন্য ব্যাংকগুলো এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ১.৫০ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণ করেছে এবং নিজেরা ইতোমধ্যে প্রায় ১১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে যা যথেষ্ট নয় বলে বাংলাদেশ ব্যাংক মনে করে। এ জন্যে ব্যাংকসহ নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এ তহবিল সুবিধার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। কেবল তফসিলি ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদানই নয়, বাংলাদেশ ব্যাংকও এর মূল ভবনের ছাদে ২০ কিলোওয়াট উৎপাদন ক্ষমতার সৌর প্যানেল বসিয়ে সকলের জন্য অনুকরণীয় মডেল প্রদর্শনের পাশাপাশি নিজস্ব বাতি জ্বালানোর ব্যবস্থা করেছে।

সরকারের পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশনা পরিপালনের জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাংকগুলোকে এ মর্মে নির্দেশনা জারি করেছে যে, স্থাপিতব্য শিল্প কারখানাগুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের সময় ব্যাংক/ঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলো পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাদি সম্পর্কে নিশ্চিত হবে। এছাড়া, পরিবেশ দূষণ থেকে জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে কারখানাগুলোতে বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট (ETP) স্থাপনের নিমিত্তে এলসি খোলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্যেও বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করেছে।

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষিতে সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত ২০১০-২০১১ অর্থবছরের কৃষি/পল্লি ঋণ নীতিমালায় প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান সাউথইস্ট ব্যাংক লিঃ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে একজন মহিলার হাতে সৌর বাতি ও শিক্ষা উপকরণ তুলে দিচ্ছেন

যেমন-লবণাক্ত এলাকায় লবণাক্ততা-সহিষ্ণু, বন্যাপ্রবণ ও জলাবদ্ধ এলাকায় পানি-সহিষ্ণু এবং খরাপ্রবণ এলাকায় খরা-সহিষ্ণু ফসল চাষ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের পরিবর্তে জৈব সার ও প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে বালাই/কীট নাশকরণ, সেচ কাজের জন্যে ভূ-গর্ভস্থ পানির পরিবর্তে ভূ-উপরিস্থিত পানির ব্যবহারে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি কৃষকদেরকে উৎসাহিত করার জন্যে ব্যাংকসমূহকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ভূমির উর্বরতা রক্ষার্থে তামাক চাষে ব্যাংকের অর্থায়ন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইটভাটার কার্বন নির্গমন শতকরা ৫০ ভাগ কমিয়ে আনার স্বার্থে এ খাতে এইচএইচকে প্ল্যান্টকে ব্যাংকের অর্থায়নে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসাম্য, বঞ্চনা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ফলে সৃষ্ট বহুমুখী অভিঘাত হ্রাসকরণের লক্ষ্যে ব্যাংকগুলো কর্তৃক প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অনুসরণের জন্যে Corporate Social Responsibility (CSR) guidelines ইস্যু করা হয়েছে। এই গাইডলাইনে শিল্প কারখানায় বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট (ETP) স্থাপন খাতে অর্থায়নকে ব্যাংকগুলোর কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার (CSR) আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবেশকে সহায়তা করার অন্যতম উপায় হচ্ছে অন-লাইন ব্যাংকিং বা paper less banking ব্যবস্থা। অন-লাইন ব্যাংকিং এবং ইলেকট্রনিক বিবরণী (e-statement) ব্যবস্থা কাগজের ব্যবহার কমিয়ে দিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অতি মূল্যবান বৃক্ষ নিধন প্রতিরোধ করতে পারে। অন-লাইনে বিবরণী প্রেরণ এবং বিল পরিশোধ ব্যবস্থা শুধুমাত্র কাগজের বর্জ্যকেই দূর করছে না, প্রিন্টিং ও ডাক খরচ হ্রাস করতেও সহায়তা করছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ই-ব্যাংকিং, অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস, মোবাইল ব্যাংকিং, ই-কমার্স, অন-লাইন সিআইবি, ই-টেন্ডারিং ইত্যাদি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এ সমস্ত সুসমন্বিত ও structured পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নের জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যেই গ্রীন ব্যাংকিং সার্কুলার ইস্যু করেছে যাতে ব্যাংকগুলোকে গ্রীন ব্যাংকিং নীতিমালা, কৌশল প্রণয়ন ও গ্রহণে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে, ঋণ প্রদানে পরিবেশগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ব্যাংকগুলোর অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, কার্বন নিঃসরণ রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ, গ্রীন মার্কেটিং-এর জন্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর প্রসারে যথোপযুক্ত নির্দেশনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

গ্রীন ব্যাংকিং পলিসি গাইডলাইনস্ তিনটি পর্যায়ে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ে করণীয় কাজ ডিসেম্বর, ২০১১ সালের মধ্যে সম্পাদনের নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। এ পর্যায়ে ব্যাংকগুলো স্ব স্ব গ্রীন ব্যাংকিং পলিসি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মনোনিবেশ করবে। একই সাথে ব্যাংকগুলো ঋণের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় পরিবেশগত ঝুঁকিসমূহ বিবেচনায় নিবে; গ্রীন অফিস গাইড প্রণয়নপূর্বক বিদ্যুৎ, পানি ও কাগজের ব্যবহারে মিতব্যয়ী হয়ে অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় উদ্যোগী হবে; ঋণ প্রদানে পরিবেশবান্ধব প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দিয়ে গ্রীন ফিন্যান্স বাস্তবায়ন করবে; কোনো প্রকার রিস্ক প্রিমিয়াম ছাড়া নিয়মিত সুদের হারে বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও খরা প্রবণ অঞ্চলে ঋণদানের জন্য জলবায়ু ঝুঁকি ফান্ড গঠন করবে; পরিবেশের জন্য নিরাপদ এ ধরনের পণ্য/সেবার প্রচলন, মডিফিকেশন, উৎপাদন প্রক্রিয়া ও প্যাকেজিং এ পরিবর্তন সাধন করে গ্রীন মার্কেটিং ব্যবস্থার প্রচলন করবে। স্ব স্ব ব্যাংকের মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক ব্যাংক গ্রাহকদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টিতে পদক্ষেপ নিবে; এবং গ্রীন ব্যাংকিং কর্মসূচির আওতায় গৃহীত উদ্যোগসমূহ ব্যাংকগুলো নিয়মিতভাবে তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশসহ বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করবে।

গ্রীন ব্যাংকিং এ্যাপ্রোচ বাস্তবায়নের দ্বিতীয় পর্যায় ডিসেম্বর, ২০১২ সালের মধ্যে সম্পাদনের নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। এ সময়ে ব্যাংকগুলো খাতভিত্তিক পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিমালা বিশেষ করে কৃষি, কৃষিভিত্তিক ব্যবসা (যেমন- পোলট্রি, ডেইরি), কৃষি খামার, ট্যানারি, মৎস্য, বস্ত্র ও গার্মেন্টস, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, পাল্প ও কাগজ তৈরি, চিনি ও ডিস্টিলারি শিল্প, নির্মাণ শিল্প, প্রকৌশল খাত, সার, কীটনাশক ও ঔষধ শিল্প, রাবার ও প্লাস্টিক শিল্প, ইট তৈরি, শিপ-ব্রেকিং ইত্যাদি খাতের জন্যে নির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করবে। এছাড়া, গ্রীন ব্যাংকিং সংক্রান্ত কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ, গ্রীন শাখা স্থাপন, অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, পরিবেশগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার গাইডলাইনস্ প্রণয়ন, গ্রাহকদের মাঝে গ্রীন ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং গ্রীন ব্যাংকিং কার্যক্রমের disclosure এর জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

তৃতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে প্রতিটি ব্যাংকে পরিবেশ ব্যবস্থাপনার একটি পদ্ধতি/কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হবে। ব্যাংকগুলো পরিবেশবান্ধব কর্মসূচি ও এ সংশ্লিষ্ট নতুন নতুন সেবা পণ্য উদ্ভাবনের মাধ্যমে পুরো ইকো-সিস্টেম বজায় রাখতে সক্ষম হবে। এ পর্যায়ের কাজ বাস্তবায়ন ডিসেম্বর, ২০১৩ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে এবং ব্যাংকগুলো তাদের সম্পাদিত এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের রিপোর্ট Global Reporting Initiative (GRI) format এ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট দাখিল করবে এবং বহিঃনিরীক্ষকের নিরীক্ষার জন্য তা প্রস্তুত রাখবে।

(১২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বগুড়ার সুজাবাদে নিজস্ব উদ্ভাবিত বায়োগ্যাসচালিত বিদ্যুৎ প্রকল্প পরিদর্শন শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর ড. আতিউর রহমান বক্তব্য প্রদান করছেন

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাবের নির্বাচন ও অভিষেক অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ঢাকার বার্ষিক নির্বাচন ৩০ নভেম্বর, ২০১১ অনুষ্ঠিত হয়। অত্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে ৩৮ জন প্রার্থী অংশ গ্রহণ করেন। নির্বাচনে বিভিন্ন পদে বিজয়ীগণ হচ্ছেন- সভাপতি মোঃ মকবুল হোসেন সজল, সহ সভাপতি মোঃ মোজাম্মেল হক ও মোঃ আজিজুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মোঃ গোলাম কাওছাইন, সহ সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবুল বয়ান ও মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, কোষাধ্যক্ষ মোঃ আতাউর রহমান, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মিজানুর রহমান ভূইয়া, বহিঃ ক্রীড়া সম্পাদক মোঃ সফিকুল ইসলাম রাসেল, অভ্যঃ ক্রীড়া সম্পাদক মোঃ আকতার হোসেন, নাট্য ও বিনোদন সম্পাদক খায়রুল আলম চৌধুরী টুটুল, দপ্তর সম্পাদক মোঃ হেদায়েত উলাহ, মহিলা সম্পাদক শিউলী দত্ত এবং নির্বাহী সদস্য মোঃ হামিদুল আলম (সখা), মোঃ আনিছুল হক (লিংকন), মোঃ আসাদুজ্জামান খান (তানিন), শেখ মোঃ সিরাজুল ইসলাম, শেখ নুর মোহাম্মদ ও মোঃ নুরুজ্জামান।

ব্যাংক ক্লাবের নবনির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের অভিষেক ৩ জানুয়ারি, ২০১২ ২য় সংলগ্নী ভবনের ব্যাংকিং হলে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান। ব্যাংক ক্লাবের সভাপতি মকবুল হোসেন সজল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানটি দুটি পর্বে বিভক্ত ছিল। প্রথম পর্বে নব নির্বাচিত কার্যকরী পরিষদকে শপথ বাক্য পাঠ করান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ড. আতিউর রহমান।

ব্যাংক ক্লাবের সভাপতি মকবুল হোসেন সজল তার বক্তব্যে ব্যাংকের সার্বিক কর্মকাণ্ড তুলে ধরে সবাইকে ক্লাবের সকল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের আহবান জানান। তিনি ক্লাবের আর্থিক বরাদ্দ যৌক্তিক হারে বৃদ্ধিকরণ, সদস্যদের ব্যায়াম করার সুবিধার্থে একটি জিমনেশিয়াম স্থাপন এবং ক্লাবসহ ব্যাংকের যাবতীয় বড় বড় অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিতকরণের সুবিধার্থে একটি আধুনিক মিলনায়তন নির্মাণের ব্যাপারে প্রধান অতিথির প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ কামনা করেন। সভাপতি তার বক্তব্যে আন্তঃ অফিস ক্রীড়া, সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতার অতীত ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরে উক্ত অনুষ্ঠানকে বাংলাদেশ ব্যাংকের মিলন মেলা উল্লেখ করে এ বছরেই তা পুনরায় চালু করণের জোর দাবি জানান। তিনি এই অনুষ্ঠানের আনুমানিক ব্যয়ের কথা তুলে ধরে তা অনুমোদন দেয়ার জন্য প্রধান অতিথির হস্তক্ষেপ কামনা করেন। ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোঃ গোলাম কাওছাইন ক্লাবের কর্মকাণ্ডকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান তাঁর বক্তব্যে ক্লাব কর্মকাণ্ড বিষয়ক সভাপতির সকল প্রস্তাবনাকে সমর্থন করে আন্তঃ অফিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিতকরণের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানকে তিনি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মানসিক উৎকর্ষতা সাধনে সহায়ক হিসেবে উল্লেখ করে চলতি বছরের মার্চ মাসের মধ্যে তা সম্পন্ন করা যেতে পারে বলে মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি গভর্নর ড. আতিউর রহমান তাঁর ভাষণে ব্যাংকের সকল কর্মকাণ্ডে আরো গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে নিজ নিজ দাপ্তরিক কাজকে আনন্দ ও ভালো লাগার সাথে করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক কর্মকাণ্ডে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। তিনি ব্যাংক ক্লাবের দাবিগুলো সদয় বিবেচনা করে আন্তঃ অফিস ক্রীড়া, সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা এ বছরই চালু করার ঘোষণা দেন। এ ব্যাপারে তিনি সকল প্রয়োজনীয় কার্যক্রম হাতে নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। প্রধান অতিথি জিমনেশিয়াম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রস্তাবিত নতুন ভবনের নকশায় একটি আধুনিক মিলনায়তনের ব্যবস্থা রয়েছে বলে গভর্নর তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন। প্রথম পর্বের শেষে ব্যাংক ক্লাবের সভাপতি অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিকে কৃতজ্ঞতা এবং উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিল্পীদের পরিবেশনায় নাচ ও গান পরিবেশিত হয়। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন। অনুষ্ঠানের দুইটি পর্বে সঞ্চালনের দায়িত্ব ছিলেন যথাক্রমে হামিদুল আলম সখা ও খায়রুল আলম চৌধুরী টুটুল।

ঢাকা ব্যাংক ক্লাবের নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ পাঠ করান গভর্নর ড. আতিউর রহমান

২০১১-১২ অর্থবছরের কৃষি/পল্লি ঋণ নীতিমালা ও এর বাস্তবায়ন শীর্ষক মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসে ২১ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে ২০১১-১২ অর্থ বছরের কৃষি/পল্লি ঋণ নীতিমালা ও এর বাস্তবায়ন' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসের মহাব্যবস্থাপক জিন্নাতুল বাকেয়া এতে সভাপতিত্ব করেন। আলোচনায় অংশ নেন প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋণ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক ড. আবুল কালাম আজাদ। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংক এবং বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসমূহের কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে এ সভার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কৃষি/পল্লি ঋণ নীতিমালা বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এ ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা বা মতামত থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য সভার সভাপতি উপস্থিত ব্যাংক প্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানান। মুখ্য আলোচক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি খাতের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং এ খাতের উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিকল্পনাও ব্যক্ত করেন।

সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্টের বাস্তবায়ন অগ্রগতিতে বিশ্বব্যাংকের সন্তোষ প্রকাশ

বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্টের আওতায় বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক অটোমেশন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকার 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে তথ্যপ্রযুক্তিগত উন্নয়নের যে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট তার মধ্যে একটি অন্যতম পদক্ষেপ। ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি প্যাকেজের আওতায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই অটোমেশন প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সকল বিভাগ/ অফিসসমূহের মধ্যে অনলাইন

যোগাযোগ স্থাপন, স্বয়ংক্রিয় সম্পদ ব্যবস্থাপনা, অনলাইন ব্যাংকিং সেবা এবং দেশের অর্থনৈতিক তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতকল্পে একটি স্বয়ংক্রিয় তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য।

প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল অফিস/বিভাগ এর মধ্যে অনলাইন যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। এতে করে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রমের গতি বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কার্যক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও জ্ঞানভিত্তিক মেধা বিকাশে সহায়ক হচ্ছে। এছাড়াও স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সম্পদ ব্যবস্থাপনা (ইআরপি), স্বয়ংক্রিয় তথ্যভাণ্ডার ও ব্যাংকিং প্যাকেজের বাস্তবায়ন প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ব্যাংকিং প্যাকেজের আওতায় মার্কেট ইনফ্রাস্ট্রাকচার মডিউল, কোর ব্যাংকিং ও ট্রেজারি মডিউল বাস্তবায়িত হলে সরকার, জনসাধারণ ও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ উন্নত ও গতিশীল সেবা পাবে, পাশাপাশি সরকারের রিজার্ভ ফান্ড ব্যবস্থাপনা আরও দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করা যাবে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনভাতা সরাসরি অনলাইনে পরিশোধের বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উল্লিখিত কার্যক্রম ছাড়াও অনলাইন ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো, স্বয়ংক্রিয় নিকাশ ব্যবস্থা প্রভৃতি ইতোমধ্যে প্রবর্তনের মাধ্যমে জনগণ এবং ব্যাংকসমূহ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছে।

সম্প্রতি এই প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০০৯ এর অন্তর্ভুক্ত 'ন্যাশনাল পেমেন্ট স্যুইচ' প্যাকেজের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। 'ন্যাশনাল পেমেন্ট স্যুইচ' প্যাকেজটি বাস্তবায়িত হলে দেশে ইলেক্ট্রনিক পেমেন্টের জন্য একটি কার্যকরী প্ল্যাটফর্ম তৈরি হবে যা ই-কমার্স বিস্তারে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অফিস লে-আউট আধুনিকায়ন এবং অর্থ পাচার প্রতিরোধকল্পে তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে আরও দুইটি প্যাকেজ বাস্তবায়নের কাজ আরম্ভ হয়েছে। এসকল প্যাকেজসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিশ্বব্যাংক কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের মেয়াদ আগামী ৩১ ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত বর্ধিত করেছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পের অধিকাংশ কার্যক্রম ইতোমধ্যে সফলতার সাথে বাস্তবায়িত হওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক সক্ষমতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিশ্বব্যাংকও বাংলাদেশ ব্যাংকের এই অগ্রগতির প্রশংসা করেছে। এই প্রকল্প সম্পন্ন হলে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি আধুনিক ও দক্ষ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে পরিণত হবে, যা দেশের মুদ্রানীতি ও আর্থিক খাতের ব্যবস্থাপনায় আরও কার্যকর ভূমিকা পালনে সহায়তা করবে।

বাংলাদেশে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ বেড়েছে

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এদেশের বিপুল সংখ্যক লোক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাস করে। তাদের দ্বারা প্রেরিত অর্থ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক শক্তিকে মজবুত করে। ২০১১ সালে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রেরণের মাধ্যমে তারা অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল করেছে।

ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ পাঠানোর হার বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রবাসী আয় বেড়েছে। প্রবাসীরা হুন্ডির মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ পন্থায় অর্থ পাঠানোর প্রবণতা থেকে সরে আসছে। ব্যাংক ও বিভিন্ন মানিট্রান্সফার প্রতিষ্ঠান এখন প্রবাসীদের নাগালের মধ্যে থাকায় দিন দিন বৈধ পথে রেমিটেন্সের পরিমাণ বাড়ছে। অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে ডিসেম্বর মাসে ১১৪ কোটি ৪৪ লাখ ডলারের রেমিটেন্স দেশে আশার নেপথ্যেও রয়েছে ব্যাংকগুলোর প্রতি প্রবাসীদের আস্থা। এক সময় ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ পাঠালে তা পৌঁছতে এক মাসেরও বেশি সময় লেগে যেত। এখন মাত্র ২৪ ঘন্টা এমনকি তাৎক্ষণিকভাবেও প্রবাসীদের অর্থ পৌঁছে যাচ্ছে তাদের স্বজনদের কাছে। মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমেও গ্রামগঞ্জ পর্যন্ত রেমিটেন্স পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। ফলে হুন্ডি ব্যবসায়ীদের কদর কমছে। সংশ্লিষ্টদের মতে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে যে পরিমাণ অর্থ দেশে আসে, তার চেয়ে অনেক বেশি আসে হুন্ডির মাধ্যমে। গত ডিসেম্বর মাসের আগে এক মাসে কখনই এ পরিমাণ রেমিটেন্স দেশে আসেনি। গত বছরে আগস্ট মাসে আসা ১১০ কোটি ১৮ লাখ ডলার রেমিটেন্স ছিল নভেম্বর পর্যন্ত সর্বোচ্চ। এটা বিদায়ী বছরের এবং স্মরণকালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রেমিটেন্স। এই ধারা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়। ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়াতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে নানামুখী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এটা তারই প্রতিফলন। বাংলাদেশ ব্যাংক চায় ১০০ শতাংশ রেমিটেন্সই ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে আসুক। সে লক্ষ্যেই বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করছে। চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) ৬০৬ কোটি ৫৫ লাখ ডলারের রেমিটেন্স দেশে এসেছে। আগের বছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ৫৫০ কোটি ডলার। শতকরা হিসেবে এ সময়ের রেমিটেন্স প্রবাহ বেড়েছে ৯ দশমিক ২৭ শতাংশ।

ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিটেন্স পাঠানোয় প্রবাসীদের উদ্বুদ্ধ করতে বিদেশে সব দূতাবাসকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে চিঠি দেয়া হয়েছে। যেকোনো সমস্যার জন্য প্রবাসীদেরকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, ডিসেম্বরে রাষ্ট্রায়ত্ত চার বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ৩০ কোটি ৩৯ লাখ ডলার। বিশেষায়িত দুই ব্যাংকের (কৃষি ও বেসিক ব্যাংক) মাধ্যমে এসেছে এক কোটি ৫ লাখ ডলার। ৩০টি বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ৮১ কোটি ৬৮ লাখ ডলার। আর ৯টি বিদেশী ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে এক কোটি ৩০ লাখ ডলার।

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স, ২০১২ (১ম ব্যাচ) এর উদ্বোধন

বাংলাদেশ ব্যাংক এর বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স-২০১২ (১ম ব্যাচ) এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ১ জানুয়ারি, ২০১২ তারিখ বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমীতে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ আতাউর রহমান। সভাপতিত্ব করেন মহাব্যবস্থাপক শুভঙ্কর সাহা। শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানে প্রধান কো-অর্ডিনেটর লাইলা বিলকিস আরা। নবাগত প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন মহাব্যবস্থাপক আবুল মনসুর আহামেদ। অনুষ্ঠানের সভাপতি শুভঙ্কর সাহা তার বক্তব্যে নবাগত শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের ফলাফল সম্পর্কে বলেন, যে সকল প্রশিক্ষণার্থী ৮০% বা তার বেশি নম্বর পাবেন তারা সমস্ত চাকুরি জীবনে একটি ইনক্রিমেন্ট এবং যারা ৯০% বা তার বেশি নম্বর পাবেন তারা দুইটি ইনক্রিমেন্ট পাবেন। প্রশিক্ষণ একাডেমী হতে প্রশিক্ষণার্থীগণ কি কি সুবিধা পাবেন তাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, পড়াশুনার জন্য লাইব্রেরি, কম্পিউটার ল্যাব ইত্যাদি সুবিধা উন্মুক্ত থাকবে। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন আবু শামস। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক ও নিজেদের সুন্দর ভবিষ্যতের মঙ্গল কামনা করেন।

সবশেষে নির্বাহী পরিচালক ও অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বক্তব্য রাখেন। তিনি প্রথমেই সবাইকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা দিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের কিছু দিকনির্দেশনা প্রদানমূলক বক্তব্য রাখেন।

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স ২০১২ ১ম ব্যাচে মাত্র ৬৪ জন সহকারী পরিচালক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন। কোর্সটি ১২ টি Module এ ভাগ করা হয়েছে। Module গুলো হলোঃ ১. মাইক্রো ইকোনোমিক্স ২. ম্যাক্রো ইকোনোমিক্স ৩. এ্যাকাউন্টিং ফর ব্যাংকার্স ৪. ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ৫. ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট এন্ড অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার ৬. সেন্ট্রাল ব্যাংকিং: কী পলিসি ইস্যু ৭. সেন্ট্রাল ব্যাংকিং রেগুলেশন্স এন্ড সুপারভিশন্স ৮. কমার্শিয়াল ব্যাংকিং-প্রিন্সিপাল এন্ড প্র্যাকটিস ৯. ফরেন এক্সচেঞ্জ এন্ড ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ১০. রুরাল ক্রেডিট এন্ড মাইক্রো ফিনান্স ১১. অফিস প্রসিডিউরস এন্ড অফিস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং ১২. ইমপরট্যান্ট কনটেম্পরারি ইস্যুজ।

শারীরিক প্রতিবন্ধী ও বয়ঃবৃদ্ধ গ্রাহকদের জন্য হুইল চেয়ার প্রদান

বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের পক্ষ থেকে শারীরিক প্রতিবন্ধী ও বয়ঃবৃদ্ধ গ্রাহকদের জন্য হুইল চেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। চট্টগ্রাম অফিসের মহাব্যবস্থাপক নওশাদ আলী চৌধুরী ১ জানুয়ারি, ২০১২ তারিখে চট্টগ্রাম অফিসের ব্যাংকিং হলে চেয়ারগুলো হস্তান্তর করেন। এসময় অফিসের উপ মহাব্যবস্থাগণ ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

অধিকোষের সভাপতি ও মহাব্যবস্থাপক মিজানুর রহমান জোদ্দার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আড্ডায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক সুধীর চন্দ্র দাস, ম. মাহফুজুর রহমান প্রমুখ

অধিকোষের আড্ডা অনুষ্ঠিত

অধিকোষ এর হেমন্তকালীন সাহিত্য আড্ডা ও অধিকোষ উপদেষ্টা/সদস্যদের পদোন্নতিতে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ১৪ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রধান ভবনের ৪র্থ তলার কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। অধিকোষের সভাপতি ও মহাব্যবস্থাপক মিজানুর রহমান জোদ্দার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আড্ডায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক সুধীর চন্দ্র দাস ও ম. মাহফুজুর রহমান।

আড্ডায় গান পরিবেশন করেন ধীরেশ মুখার্জী ও দেলোয়ার হোসেন খান রাজীব। স্বাধীনতা যুদ্ধের পুঁথি পাঠ করে শোনান হাসিনা মমতাজ। লেখা পড়েন ও.এইচ.এম. সাফী, সুফিয়া খাতুন, কামরুজ্জামান, মোজাম্মেল হক, গোবিন্দ সাহা, ময়েজ উদ্দিন, শাহীন আখতার, শামীম আরা ও মনজুর-উল-হক। পঠিত লেখার উপর আলোচনা করেন সৈয়দ নূরুল আলম।

অধিকোষের উপদেষ্টা শফিকুল ইসলাম, সদস্য মোঃ নূরুল আমিন, মোজাম্মেল হক, খন্দকার মমতাজ হাসান, শাহীন আখতার, মশিউর রহমান মাসুম ও হাসিনা মমতাজ প্রমুখ পদোন্নতি পাওয়াতে এই অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন উপদেশ দিয়ে বক্তব্য রাখেন অধিকোষের উপদেষ্টা নির্বাহী পরিচালক সুধীর চন্দ্র দাস ও ম. মাহফুজুর রহমান, সাবেক মহাব্যবস্থাপক শফিকুল ইসলাম ও উপ মহাব্যবস্থাপক আনোয়ারুল আমিন। অধিকোষের সাফল্য কামনা করে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মহাব্যবস্থাপক এম আব্দুর রহিম ও শুভঙ্কর সাহা। অনুষ্ঠানের সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিকোষের পরবর্তী অনুষ্ঠানে হাজির থাকার আমন্ত্রণ জানান। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন মকবুল হোসেন সজল।

বিজয় দিবস উপলক্ষে শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

মহান বিজয়ের ৪০ বছরকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিক থানা কমান্ড, রাজশাহী এর উদ্যোগে সম্প্রতি মহান বিজয় দিবস ২০১১ উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী প্রাঙ্গণে 'মুক্তিযুদ্ধ-৭১' বিষয়ক শিশু কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন রাজশাহী অফিসের মহাব্যবস্থাপক জিন্নাতুল বাকেয়া। ৭৭৮ জন শিশু-কিশোর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ২টি বিভাগে ৪টি গ্রুপে মোট ২৪ জন বিজয়ীকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের দু'জন শিক্ষক বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার হিসেবে ক্রেস্ট প্রদান করেন মহাব্যবস্থাপক জিন্নাতুল বাকেয়া। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহবায়ক উপ পরিচালক মোঃ নজরুল ইসলাম-১ অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনের দায়িত্বে ছিলেন উপ পরিচালক আই.টি.এম ফজলুর রহমান।

পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর নোট বাংলাদেশের দুই টাকার নোট

বাংলাদেশের দুই টাকার কাগজের নোট বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর কাগুজে নোট হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে। মিডিয়ার কল্যাণে মুহূর্তের মধ্যে বিশ্ববাসী জেনে গেছে এ খবরটি। পৃথিবীর অনেক দেশের নোটের সাথে প্রতিযোগিতা করে রাশিয়ার প্যান আর্মেনিয়ান ডট নেট পরিচালিত অনলাইন পাঠক জরিপের ভোটেই এ মর্যাদা অর্জন করল কাগজের এই দুই টাকা নোট। এর এক পিঠে শহীদ মিনার, অন্য পিঠে গাছের ডালে বসা জাতীয় পাখি দোয়েল। দুই পিঠেই শান্তির দুটি সাদা বৃত্ত। দোয়েল বসা ডালের নীচে কূল কূল বয়ে যাওয়া নদী। শহীদ মিনারের পাশেই ফুল ফোটা ছোট্ট গাছ রয়েছে বাংলাদেশের এই দুই টাকার নোটে। দুই টাকার এই নোট বাংলাদেশের কথা বলে, চিত্রিত করে এই দেশের প্রকৃতিকে। এই নোটটিই নির্বাচিত হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে সেরা/সুন্দর নোট হিসেবে।

বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর নোটের ডিজাইনার হলেন রফি উদ্দিন আহমেদ। সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেসের সাবেক চীফ ডিজাইনার ও একই সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক উপ মহাব্যবস্থাপক রফি উদ্দিন আহমেদ। যশোরের স্টেডিয়াম পাড়ার ডাক্তার আলী আহমেদের ছেলে রফি উদ্দিন আহমেদ। তিনি ২০০৮ সালের ১৪ মে ইন্তেকাল করেন। যশোর মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার সালাহ উদ্দিন আহমেদের বড় ভাই।

৮০'র দশকে সরকার ২ টাকার কাগজের নোট চালুর উদ্যোগ নেয়। ৮৪-৮৫ সালে নোটটির ডিজাইন করার দায়িত্ব পান রফি উদ্দিন আহমেদ। সরকারের উর্ধ্বতন মহলে ডিজাইনটি প্রশংসিত হয়। এরপর ১৯৮৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর সর্বপ্রথম বাজারে ছাড়া হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুই টাকার এই কারেন্সি নোট। প্রথম পর্যায়ে এ নোট ছাপা হয় বিদেশে। পরবর্তীতে গাজীপুরে অবস্থিত সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস লিঃ এ ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে এই নোট ছাপানো হয়।

সবচেয়ে সুন্দর নোটের দ্বিতীয় স্থানে আছে সাও টোমের ৫০ হাজার মূল্যমানের ডোবরা নোট। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে আছে যথাক্রমে বাহামার এক ডলারের নোট এবং বাহরাইনের পাঁচ দিনারের নোট। রাশিয়ার একটি বিনোদন বিষয়ক অনলাইন এই জরিপটি চালিয়েছে। তালিকার পঞ্চম স্থানে আছে জর্জিয়ার ১০ লারি নোট, ষষ্ঠ স্থানে ১০ হংকং ডলার, সপ্তম স্থানে ১০ কুক আইল্যান্ড ডলার, অষ্টম স্থানে ৫০ ইসরায়েলি শেকেল, নবম স্থানে ২০ হাজার আইল্যান্ড ক্রোনা নোট এবং দশম স্থানে আছে ৫০ ফেরো আইল্যান্ড ক্রোনার্স নোট। বিশ্বব্যাপী অনলাইন পাঠকদের কাছ থেকে মত নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করেছে রাশিয়ার বিনোদন আউটলেটটি। তাদের তালিকায় একাদশ থেকে বিংশ অবস্থানে আছে নিউজিল্যান্ড, রোমানিয়া, মালদ্বীপ, সিঙ্গাপুর, কমোরোস, ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া, সুইজারল্যান্ড, সুইডেন, জ্যামাইকা এবং জাপানের নোট।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি-আমাদের পল্লি অর্থনীতির গুরুত্ব

মিজানুর রহমান জোদ্দার

বাংলাদেশ ব্যাংক বেসরকারি ব্যাংকসমূহের শহর ও পল্লি শাখার নীতিমালা বিষয়ে নতুন সার্কুলার জারি করেছে। সার্কুলার মোতাবেক এখন থেকে শহর ও পল্লি শাখার অনুপাত হবে ১:১। সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে শহর ও পল্লি এলাকায় যথাক্রমে ৩,৩৩৩টি ও ৪,৪৫৯টি মোট ৭,৭৩২টি ব্যাংক শাখা এদেশের গণসাধারণকে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে। এরপরেও দেশের বিপুল জনগোষ্ঠী ব্যাংকিং সেবা বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। এই বিপুল সংখ্যক জনগণকে ব্যাংকিং সেবা প্রদানের নিমিত্তে নতুন সার্কুলারটি জারি করা হয়েছে।

বর্তমান গভর্নর বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদানের পর থেকেই দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার নিমিত্তে নতুন নতুন ধারণা এবং ব্যাংকিং কার্যক্রম চালুর সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ (Financial Inclusion) বৃদ্ধির নিমিত্তে কাজ করা থেকে শুরু করে বাংলাদেশ ব্যাংকে BACH (Bangladesh Automated Clearing House), EFTN (Electronic Fund Transfer Network) Gateway, CIB (Credit Information Bureau) Online সহ বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল কার্যক্রমকে Computerization/ Network আওতায় এনে এবং দেশে Mobile Banking চালু করে একটি আধুনিক Financial Sector প্রতিষ্ঠায় সিংহভাগ সাফল্য দেখিয়েছেন। তবে তার অভাবী মানুষের জন্য (Pro-People) চিন্তাভাবনা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর-বিশেষ করে কৃষিজীবী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর যারা এখন পর্যন্ত ব্যাংকিং সেবা বঞ্চিত (Unbanked) তাদের জন্য বাংলাদেশের অত্যন্ত শক্তিশালী খাত অর্থাৎ ব্যাংকিং খাত যেন যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে সে বিষয়টি নিশ্চিতকরণের জন্য নানাবিধ কর্মকাণ্ড ও নীতিমালা প্রণয়ন করে চলেছেন।

একথা সত্য যে, দেশের অর্থনীতিতে Financial Deepening (অর্থনৈতিক গাঢ়করণ) বাড়াতে না পারলে দেশের উন্নয়ন গতিধারাকে বেগবান করা সহজসাধ্য হবে না। তাইতো তিনি মাত্র ১০ টাকার বিনিময়ে গ্রামীণ জনসাধারণের জন্য ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এবং এযাবত সর্বমোট ১ কোটিরও অধিক হিসাব খোলা সম্ভব হয়েছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর এই হিসাব খোলার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে সঞ্চয়ের প্রবণতা বাড়ানো যায়। বিশ্বব্যাংকের ২০১০ সালের ডাটা অনুযায়ী আমাদের দেশে (GDP) জিডিপি'র শতকরা ১৮ ভাগ মাত্র মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় (Gross Domestic Savings) যা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ৩২%, পাকিস্তান ১০%, শ্রীলংকা ১৯%, নেপাল ৭%, ভিয়েতনাম ২৯%, ইন্দোনেশিয়া ৩৪%, মালয়েশিয়া ৩৯%, সিঙ্গাপুর ৫২% এর তুলনায় অনেক কম। আলোচ্য দেশসমূহের মধ্যে কেবল নেপাল ও পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় আমাদের দেশের তুলনায় কম। অথচ আমাদের দেশের অবস্থা আরো ভালো হতে পারতো।

সকলেরই একথা জানা যে, দেশের অর্থনীতিতে সঞ্চয় না বাড়লে মূলধনের সৃষ্টি হয় না। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ না বাড়লে দেশের উন্নয়ন যথাযথ গতি পায় না। গ্রামীণ এই কোটি কোটি জনগোষ্ঠীকে সঞ্চয়মুখী করার পেছনে ১০ টাকার হিসাব খোলার সুযোগ অবশ্যই অবদান রাখবে। সেই বিবেচনায় পল্লি এলাকায় আরো অধিক সংখ্যক সরকারি বেসরকারি ব্যাংকের পল্লি শাখা স্থাপন করা যথোচিত হবে।

বর্তমানে সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে পল্লি এলাকায় ব্যাংক শাখার পরিমাণ ৪,৪৫৯টি। পল্লি শাখার এই সংখ্যার মধ্যে শুভঙ্করের ফাঁকি রয়েছে। ৪,৪৫৯টি পল্লি শাখার মধ্যে সরকারি মালিকানাধীন ৪টি ব্যাংকেরই রয়েছে ২,১৭৭টি শাখা। বেসরকারি ব্যাংকসমূহের মোট শাখার পরিমাণ ২,৯১৩টি, এর মধ্যে শহর ও পল্লি শাখার পরিমাণ যথাক্রমে ১,৮৬৪টি ও ১,০৪৯টি। বেসরকারি ব্যাংকসমূহের পল্লি শাখার সংজ্ঞা বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক সার্কুলারে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। (বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৩/২০১১ তারিখ ঃ ২২.১২.২০১১)। সার্কুলার অনুযায়ী হিসাব করা হলে বেসরকারি ব্যাংকের পল্লি শাখার সংখ্যা আরো কমে আসবে। সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকের সকল শাখার গ্রাহক সেবার মান, শাখার লোকবল অনুপাতে কাজের পরিমাণ, কম্পিউটারাইজেশন এর অভাব ইত্যাদি কারণে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নয়। এর বিপরীতে বেসরকারি ব্যাংকের গ্রাহক সেবার মান অনেক ভালো। এছাড়া যে সকল এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা তুলনামূলক ভালো, সেসব এলাকায় বেসরকারি ব্যাংকের পল্লি শাখার অবস্থান-কখনো কখনো যেগুলোকে শহর শাখা হিসেবে গণ্য করা যাবে। এই ব্যবস্থায় দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে একটি উন্নয়ন বৈষম্য তৈরি হচ্ছে। এর একটি সম্ভাব্য সমাধান হচ্ছে সরকারি বেসরকারি ব্যাংকের পল্লি শাখার সংখ্যা দ্রুত বাড়ানো-যা অর্থনীতিতে Financial Deepening বাড়াতে সহায়তা করবে।

বাংলাদেশে ৪,৪৯৮টি ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে। বর্তমান সময়ে সরকারি পরিকল্পনা ও সেবাসমূহের বেশির ভাগই ইউনিয়নভিত্তিক পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হচ্ছে। এদেশের প্রায় সকল ইউনিয়নে একটি ইউনিয়ন কমপ্লেক্স রয়েছে, এছাড়াও রয়েছে কমিউনিটি ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র। এসব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য হচ্ছে দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তর করার পাশাপাশি সরকারি সকল সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর মাধ্যমে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করা। সরকারের এ উদ্যোগ তখনই যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হবে, যখন দেশে উন্নয়ন বৈষম্য থাকবে না, দেশের প্রতিটি মানুষ Financial Inclusion এর অন্তর্ভুক্ত হবে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে বেসরকারি ব্যাংকের আরো পল্লি শাখা স্থাপন করা আবশ্যক।

বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ১৯৮১ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রায় প্রতিবছরই এদেশে খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে। ১৯৮১ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত সময়ে কেবল ১৯৯৪ ও ১৯৯৯ সালে খাদ্য আমদানি করতে হয়েছে যা গড়ে মোট আমদানির ১৯.৫৬%। ২০০৭ সালের পর থেকে বাংলাদেশ কোনো খাদ্য আমদানি করেনি। অপরপক্ষে ১৯৮১ সাল থেকে ২০১০ পর্যন্ত কৃষিজমির পরিমাণ কমেছে প্রায় ৮.৩৫% (৭৬.৭% থেকে ৭০.৩%)। একই সময়ে খাদ্য উৎপাদন সূচক বেড়েছে প্রায় ১৩২% অর্থাৎ বর্তমানে দেশে খাদ্য উৎপাদিত হচ্ছে ১৯৮১ সালের ২.৩২ গুণ (৫৭ থেকে বেড়ে ১৩২ FPI)। এসকল তথ্য প্রমাণ করে-গভর্নর মহোদয়ের ভাষায় 'এ দেশের প্রকৃত নায়কেরা' অর্থাৎ কৃষকেরা এদেশকে কতোটা ভালোবেসে দেশের অর্থনৈতিক চাকা সচল রেখেছেন। পাশাপাশি এর কৃতিত্ব অবশ্যই কৃষক ও কৃষক ভাবনা থেকে যারা নীতি ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তাদেরও। সকলেই অবহিত যে, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী ও গভর্নর অবশ্যই এই কৃতিত্বের অধিকারী। আমদানি নির্ভর অর্থনীতিতে আমাদেরকে যদি এখনো খাদ্য আমদানি করতে হতো-তাহলে মূল্যস্ফীতি, ব্যালেন্স অব পেমেন্ট এর অবস্থা যে আরো খারাপ হতো তা বলাই বাহুল্য।

এদেশের প্রতিটি ইউনিয়ন কমপ্লেক্সে কমপক্ষে একটি করে সরকারি বেসরকারি ব্যাংক শাখা (কম্পিউটারাইজড ও অনলাইন সুবিধাসহ) চালু করা সম্ভব হলে এর মাধ্যমে ইউনিয়নের সকল শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর নিকট ব্যাংকিং সেবা পৌঁছানোর পাশাপাশি Financial Inclusion এর লক্ষ্য অর্জন খুবই সহজতর হবে। ইউনিয়নের জনগণের নিকট সরকারের প্রদেয় সকল সেবা সরকারি ব্যাংক শাখার পাশাপাশি বেসরকারি ব্যাংক শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হবে। ইউনিয়ন পরিষদের সকল আর্থিক কর্মকাণ্ডে ব্যাংকের সংশ্লিষ্টতা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে। ইউনিয়ন পর্যায় থেকে সঞ্চয় সংগৃহীত হবে, নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে, ফলে সামগ্রিক অর্থনীতি লাভবান হবে। প্রতিটি ইউনিয়নের জন্য সরকারি সহায়তা, কৃষিঋণসহ বিভিন্ন খাতভিত্তিক বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা ব্যাংক শাখাটির মাধ্যমে অর্জন করতে হবে। এর ফলে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করা সহজতর হবে।

পরিশেষে একটি ছোট প্রস্তাবনা-প্রতিটি ইউনিয়ন কমপ্লেক্সে একটি ব্যাংক শাখা স্থাপন করতে হবে। হতে পারে নতুন শাখা স্থাপনের মাধ্যমে অথবা বিদ্যমান শাখা স্থানান্তরের মাধ্যমে।

(লেখক : মহাব্যবস্থাপক, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা)

রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক ও বাংলাদেশের শিল্পখাতের অগ্রযাত্রা

মাহ্‌বুব এলাহী আক্তার

বাংলাদেশের শিল্পখাতের কথা চিন্তা করলেই মনের অগোচরে মানসপটে ভেসে উঠে প্রতিদিন ভোরে সারিবদ্ধভাবে হেঁটে চলা একদল কিশোরী ও তরুণীর পরিশ্রমী মুখ। এরা সবাই রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক উৎপাদনে নিয়োজিত নারী কর্মী। আশির দশকের শুরু থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে রপ্তানি আয়ের সিংহভাগের যোগান দিয়ে যাচ্ছে এই তৈরি পোশাক শিল্প। শুরুটা হয়েছিল ১৯৭৮ সালে চট্টগ্রামের দেশ গার্মেন্টস ও কোরিয়ান দাইয়ু কোম্পানির মধ্যে এক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সাধনের মাধ্যমে। চুক্তির আওতায় দেশ গার্মেন্ট এর ১৩০ জন কর্মী ৭ মাসের স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য কোরিয়ায় দাইয়ু কোম্পানির প্রুশান প্ল্যান্টে যায়। প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফিরে আসার পর এই ১৩০ জনের হাত ধরেই তৈরি পোশাক শিল্পের সূচনা হয়। এই ১৩০ জনের অনেকেই এখন সফল ব্যবসায়ী ও শিল্পকারখানার মালিক। দেশ গার্মেন্টসের হাত ধরে যে স্বর্ণযুগের সূচনা হয়েছিল তার ধারাবাহিকতায় এ শিল্প চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা ও তার আশে পাশে বিশেষ করে সাভার ও গাজীপুরে ছড়িয়ে পরে। তৈরি পোশাক শিল্পের মালিক সংগঠন বিজিএমইএ'র তথ্য অনুসারে জানা যায় যে ১৯৮৩-৮৪ অর্থবছরে সর্বমোট গার্মেন্টস এর সংখ্যা ছিল ১৩৪ এবং কর্মী সংখ্যা ছিল ৪০,০০০. ২০০৯-১০ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫০৬৩ তে এবং কর্মী সংখ্যা উন্নীত হয় ৩৬ লাখ এ। দেশ গার্মেন্টস এর হাত ধরে যে চারা গাছ রোপিত হয়েছিল তা তিন দশকের ব্যবধানে মহীরুহে রূপান্তরিত হয়েছে। রপ্তানি আয়ের দিকে তাকালেও এ খাতের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবমতে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে এই খাত থেকে সর্বমোট আয় ছিল ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরে তা ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যায়। ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর হতে ক্রমান্বয়ে মোট রপ্তানি আয়ের ৭০ শতাংশের বেশি আয় অর্জিত হয় এই তৈরি পোশাক শিল্প খাত থেকে। সুতরাং এর কর্মসংস্থান সৃষ্টির সক্ষমতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অবদানকে গুরুত্ব প্রদান না করার কোন অবকাশ নেই। বিশ্ব ব্যাংকের গবেষণা কর্মী স্যালওয়ের মতে এটি 'বিস্ময়কর উত্থান', রিহ এর মতে এই অগ্রগতি 'বিস্ময়ের জনক'।

তবে এই অবস্থানে উন্নীত হতে এই শিল্পকে অনেক বাধা-বিঘ্ন পার হতে হয়েছে। মাল্টি ফাইবার এগ্রিমেন্ট এর কোটা সুবিধা উঠে যাবার পর এ শিল্পের যে ঝুঁকির সম্মুখীন হবার আশঙ্কা করা হয়েছিল তা কোন আঁচড় কাটতে পারেনি। বরং উত্তরোত্তর নতুন বাজার সৃষ্টি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে সুনাম অর্জনের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে এই শিল্প বাংলাদেশের নামকে উজ্জল করেছে। আমেরিকা ও ইউরোপের বাজারে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অবস্থান নিশ্চিত করার মাধ্যমে পণ্যের গুণগত মান আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে উন্নীত হয়েছে। তাই ২০০৫ সালে ফাইবার এগ্রিমেন্ট এর কোটা সুবিধা উঠে যাবার পরও এই শিল্প দ্রুত বিকাশ লাভে সক্ষম হয়েছে। ২০১০ সালের জানুয়ারি থেকে জেনারেল সিস্টেম অফ প্রেফারেন্স (জিএসপি) নীতি পুন:নির্ধারণ করার ফলে বাংলাদেশী তৈরি পোশাক ইউরোপীয় বাজারে সহজগম্যতা লাভ করে। ২০১১ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকের (জানুয়ারী-মার্চ) রপ্তানি আয়ের তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১০) তুলনায় যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ড, ইটালি, সুইডেন ও বেলজিয়াম থেকে রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে শতকরা ২৬, ২০, ৫৩, ১৭ ও ৩০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সূত্রমতে জানা যায় যে জানুয়ারি-এপ্রিল, ২০১১ তে জিএসপি সনদ বরাদ্দের সংখ্যা শতকরা ২২.৬৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ক্রমবিকাশমান এই খাতটির সম্ভাবনা অনেক বেশি, তাই এই শিল্পকে সুষ্ঠু পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা স্বনির্ভর অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির একটি স্তম্ভরূপে বিবেচ্য।

এবার লক্ষ্য করি এই খাতের সুষ্ঠু বিকাশের সহায়ক কিছু নিয়ামকের দিকে। যেহেতু এটি রপ্তানিমুখী শিল্প সেহেতু বহির্বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে এটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সাম্প্রতিক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা ও ইউরোপীয় অর্থনৈতিক মন্দায় এই খাতের অগ্রযাত্রা কিছুটা ব্যাহত হলেও এর মজবুত বাজার ভিত্তি তা দ্রুত পুনরুদ্ধার করতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এই শিল্পের প্রধান অন্তরায় হল রপ্তানিমুখী হলেও এই শিল্প আমদানিনির্ভর। সুই, সুতা, কাপড় থেকে শুরু করে বোতাম পর্যন্ত সিংহভাগই আমদানি করে আনতে হয়। তাই মূল্য সংযোজন মাত্র ৩০ শতাংশ। অর্থাৎ ১০০ টাকা রপ্তানি করতে হলে ৭০ টাকার কাঁচামাল আমদানি করতে হয়। তাই বিশ্ববাজারে কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি বা অন্য কোন কারণ কাঁচামালের সুলভ প্রাপ্যতাকে ব্যাহত করতে পারে। এছাড়া মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় মূল্যের অবচয় হলে তা আমদানি ব্যয় ও উৎপাদন খরচকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে ; ফলশ্রুতিতে মূল্য সংযোজন ৩০ শতাংশেরও নিচে নেমে যেতে পারে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য দ্রুত আমদানি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে সরে এসে দেশজ উৎপাদনের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা কাম্য।

অবকাঠামোগত কিছু পরিবর্তনও সময়োপোযোগী ও জরুরি। গভীর সমুদ্র বন্দর না থাকায় আমদানি ও রপ্তানি প্রক্রিয়ায় অনেক অর্থ ও সময়ের অপচয় হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি করতে গেলে তা পণ্যবাহী মাঝারি জাহাজ যা ফিডার নামে পরিচিত তা শ্রীলংকা বা সিঙ্গাপুরের গভীর সমুদ্র বন্দরে কন্টেইনারগুলো নামিয়ে দেয়। সেখান থেকে তা বড় জাহাজে চাপিয়ে সর্বশেষ গন্তব্যর দিকে রওয়ানা হয়। আমদানির ক্ষেত্রেও একইভাবে শ্রীলংকা বা সিঙ্গাপুরের গভীর সমুদ্র বন্দর থেকে পণ্য আনতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় কন্টেইনার বোঝাই ও নামানোতে অনেক সময় ও অর্থের অপচয় হয়। এ থেকে উত্তরণের জন্য গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপন একটি সময়োপযোগী সমাধান।

এবার যদি অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলোর কথা বিবেচনা করি তাতে সবচাইতে বেশি প্রাধান্য পাবে শ্রমিক অসন্তোষ। এটি একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা যা ২০০৮ সালের প্রথমভাগ জুড়ে পত্রিকার পাতায় সরব ছিল। শ্রমিক অসন্তোষ কমাতে মালিক সংগঠন বিজিএমই ও বিকেএমই'র পাশাপাশি জিটিজেড এর মত অনেক দাতা সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। সামাজিক সুরক্ষা বৃদ্ধি, সুন্দর ও মনোরম কাজের পরিবেশ তৈরি ও যথাসময়ে বেতন বোনাস প্রদানের মাধ্যমে শ্রমিকদের সন্তুষ্টি অর্জন করা অত্যন্ত জরুরি। একটি টেকসই শিল্পখাতের অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে দক্ষ শ্রমিক। ঘন ঘন শ্রমিক অসন্তোষ যে এ খাতের প্রবৃদ্ধিকে ব্যাহত করতে পারে তা বিবেচনায় রাখতে হবে। শ্রমিকদের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করে ব্যবসার সুরক্ষা প্রদান করতে হবে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হল দেশজ উৎপাদনে শিল্পখাতের অবদান ২৮ ভাগ থেকে উন্নীত করে ৪০ ভাগে রূপান্তরিত করা। সে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সরকারের অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি জ্বালানী ও বিদ্যুতের চাহিদা অনুযায়ী যোগান নিশ্চিত করতে হবে। সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নও এবং তথ্য প্রযুক্তির সুলভ ব্যবহার নিশ্চিত করা ব্যতীত এই লক্ষ্য পূরণ করা কঠিন। আমদানি ও রপ্তানি ব্যয় ও সময় কমাতে গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপন করাই অন্যতম সমাধান। যেহেতু গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপন একটি ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ প্রকল্প তাই এ ব্যাপারে কাল বিলম্ব না করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বর্তমানে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলোকে সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করছে। পাশাপাশি যেহেতু রপ্তানিমুখী অনেক শিল্পই আমদানি নির্ভর তাই মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময়মূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ চাহিদা অনুযায়ী যোগান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব ও কর্তব্যরূপে গণ্য। উপযুক্ত রাজস্বনীতি ও মুদ্রানীতির মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখাও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের

(১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সাদিয়া আফরিন ১৬ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ANU) এর Crawford School of Economics and Government হতে Master of Development Economics প্রোগ্রামে যৌথভাবে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং Helen Hughes prize লাভ করেন। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের মানিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এ সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন।

নিশাত তাসনিম ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় প্রাইমারী শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা জেলার অধীনে ভিকারুন নিসা নূন স্কুল, ধানমণ্ডি, ঢাকা থেকে অংশগ্রহণ করে জি.পি.এ ৫(এ+) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। নিশাত তাসনিম বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন ও ভিজিলেন্স বিভাগ এর উপ মহাব্যবস্থাপক মোঃ নজরুল ইসলাম ও রেবেকা সুলতানা'র কন্যা।

নাসিফা ইসলাম ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জে.এস.সি) পরীক্ষায় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ভিকারুন নিসা নূন স্কুল, ধানমণ্ডি, ঢাকা থেকে অংশগ্রহণ করে জি.পি.এ ৫(এ+) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। নাসিফা ইসলাম বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন ও ভিজিলেন্স বিভাগ এর উপ মহাব্যবস্থাপক মোঃ নজরুল ইসলাম ও রেবেকা সুলতানার কন্যা।

মোঃ ইমতিয়াজ হাওলাদার (আকীল) ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জে.এস.সি) পরীক্ষায় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা থেকে অংশগ্রহণ করে জি.পি.এ ৫(এ+) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। ইমতিয়াজ হাওলাদার বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন ও ভিজিলেন্স বিভাগ এর অফিসার মোঃ ইদ্রিস আলী হাওলাদার ও সাজেদা বেগমের পুত্র।

মোঃ নাজমুস সাকিব ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জে.এস.সি) পরীক্ষায় যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে খুলনা জিলা স্কুল, খুলনা থেকে অংশগ্রহণ করে জি.পি.এ ৫(এ+) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। মোঃ নাজমুস সাকিব বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের সহকারী ব্যবস্থাপক মোঃ রফিকুল ইসলাম-৩ ও এ.পি.সি. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খুলনা সদর, খুলনা এর সহকারী শিক্ষিকা কানিজ করিম কামরুন নাহার এর পুত্র।

আলভী মনসুর মুগ্ধ ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জে.এস.সি) পরীক্ষায় যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে খুলনা জিলা স্কুল, খুলনা থেকে অংশগ্রহণ করে জি.পি.এ ৫ (এ+) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। আলভী মনসুর মুগ্ধ বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের সহকারী ব্যবস্থাপক কবিতা বেগম ও সবুরণ নেছা মহিলা ডিগ্রী কলেজ, খুলনার সহকারী অধ্যাপক জি, এম আলী মনসুর এর পুত্র।

মোঃ আল আমিন রহমান (অন্তর) ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত প্রাইমারী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা থেকে অংশগ্রহণ করে জি.পি.এ ৫ (গোল্ডেন এ+) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। অন্তর বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ইনফরমেশন সিস্টেম্‌স ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এর সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর (সহকারী পরিচালক) মোঃ মুখলেছুর রহমান ও আফরোজা বেগমের পুত্র।

মোঃ সাইফুল্লাহ্ খালিদ ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জে.এস.সি) পরীক্ষায় রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সরকারি ল্যাবরেটরী হাই স্কুল থেকে অংশগ্রহণ করে জি.পি.এ ৫ (গোল্ডেন এ+) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। খালিদ বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিস এর উপ ব্যবস্থাপক (ক্যাশ) মোঃ সিদ্দিকুর রহমান ও মোসাঃ সুফিয়া বেগমের পুত্র।

সারা ফাতিমা শেফা ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জে.এস.সি) পরীক্ষায় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা থেকে অংশগ্রহণ করে জি.পি.এ ৫ (এ+) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। শেফা বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-২ এর যুগ্ম পরিচালক মোঃ আলী আকবর ফরাজী ও মিসেস ফাহিমা আক্তারের কন্যা।

মোঃ জহিরুল ইসলাম নাহিদ ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত প্রাইমারী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় এ, কে স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা থেকে অংশগ্রহণ করে জি.পি.এ ৫ (গোল্ডেন এ+) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। নাহিদ বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট এর যুগ্ম পরিচালক আবুল কাশেম-১৪ ও কেরানীগঞ্জ, ঢাকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা নাছিমা আক্তারের পুত্র।

সারওয়াত বিনতে ইসলাম ফারিহা ২০১১ সালে ঢাকা বোর্ডের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় মতিঝিল সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে অংশগ্রহণ করে জিপিএ-৫ পেয়েছে। ফারিহা বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো বিভাগের যুগ্ম পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম ও মাহবুবা বেগমের কন্যা।

মোঃ আব্দুর রহমান ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে নটরডেম কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে। সে এসএসসি পরীক্ষায়ও জিপিএ-৫ (গোল্ডেন এ) পেয়েছিল। বর্তমানে সে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়নরত। উল্লেখ্য, আব্দুর রহমানের বড় ভাই রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ থেকে ২০০৬ সালে এমবিবিএস পাশ করে এবং তার বড় বোন একই কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্রী। আব্দুর রহমান বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো বিভাগের উপ মহাব্যবস্থাপক মোঃ মিজানুর রহমান এবং ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট এন্ড পেমেন্ট সিস্টেমস্ এর যুগ্ম পরিচালক খাদিজা খাতুনের পুত্র।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান ভবনে মতিঝিল অফিসের ব্যাংকিং হলের সম্মুখে স্থাপিত 'সম্পদের বৃক্ষ' ম্যুরালটি প্রথিতযশা শিল্পী আমিনুল ইসলাম নির্মাণ করেন

ম্যুরাল-সম্পদের বৃক্ষ

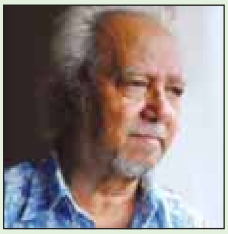

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান ভবনে মতিঝিল অফিসের ব্যাংকিং হলের সম্মুখে স্থাপিত ম্যুরালটির শিরোনাম 'সম্পদের বৃক্ষ'। ১৯৬৮ সালে প্রথিতযশা শিল্পী আমিনুল ইসলাম এই ম্যুরালটি নির্মাণ করেন। 'সম্পদের বৃক্ষ' বার রিলিফ ম্যুরালটি মিশ্র মাধ্যম কাঠ, তামা, পিতল, স্টেনলেস স্টিল এবং মোজাইক টেছেরা সমন্বয়ে নির্মিত হয়েছে। ঐ সময়ে এই উপমহাদেশের কোন শিল্পী এই ধরনের কোন কাজ করেননি। ম্যুরাল বিশেষজ্ঞ শিল্পীদের মতে এই ম্যুরালটি বাংলাদেশের একটি অন্যতম নিপুণ সৌন্দর্যের নিদর্শন। শিল্পী আমিনুল ইসলাম এর এই অপূর্ব নান্দনিক কাজ সকলকেই মুগ্ধ করে।

বাংলাদেশের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পীদের মধ্যে অন্যতম আমিনুল ইসলাম। তিনি ১৯৩১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মাহুতটুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়া শেষে আরমানিটোলা উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সে সময়ে জাপানি, চায়নিজ ও ভারতীয় চিত্র প্রতিরূপ তৈরি করা শুরু করেন। প্রথম থেকে তিনি প্রকৃতির বিভিন্ন নৈসর্গিক দিকগুলোর উপর দৃষ্টি দেন। প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও রহস্য তার কল্পনায় ও বাস্তবে তাকে সবসময় আনন্দ ও উৎসাহ যোগাত। তিনি ১৯৪৭ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। কলকাতা আর্ট কলেজে ভর্তি হতে গেলেও জয়নুল আবেদীন, কামরুল হাসান ও শফিউদ্দীন আহমেদের পরামর্শে ঢাকা ফিরে এসে ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। সেসময় তার সতীর্থদের মধ্যে ছিলেন লেখক আলাউদ্দীন আল আজাদ, বিজ্ঞানী আব্দুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন, হাসান হাফিজুর রহমান ও শিক্ষাবিদ আব্দুল কাইয়ুম। পরবর্তীতে ১৯৪৮ সালে গভর্নমেন্ট আর্ট ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হলে তার প্রথম ব্যাচে ভর্তি হন আমিনুল ইসলাম। এখান থেকে চারুকলার উপর স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। এরপর তিনি ইটালীর ফ্লোরেন্সের Academy of Fine Arts থেকে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন। সেখানে তিন বছর থাকাকালে তিনি চিত্রকলা ও নন্দনতত্ত্বের উপর দক্ষতা অর্জন করেন। এসময় থেকে তিনি চিত্র কলার বিভিন্ন মাধ্যমের উপর কাজ করা শুরু করেন। কলম, পেন্সিল, ব্রাশসহ বিভিন্ন বস্তু তিনি চিত্রাঙ্কনে প্রয়োগ করে চিত্র কলায় এক ভিন্ন মাত্রার জন্ম দেন। রোম ও ফ্লোরেন্সে আমিনুল ইসলামের অনেক একক চিত্র প্রদর্শনী হয়েছে। তবে ঢাকায় আঁকা চিত্রগুলো তার প্রবাস জীবনের চিত্রকর্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। ঢাকায় ফিরে Line, Color ও Space তাঁর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। এক কথায় তিনি পরীক্ষণমূলক মাধ্যম দ্বারা বিমূর্ত চিত্রকলার একজন সফল চিত্রশিল্পী। এছাড়া তিনি ম্যুরাল নির্মাণেও যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে ২৮ বৎসর অধ্যাপনা শেষে অধ্যক্ষ হিসেবে ১৯৮৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর জীবনদ্দশায় তিনি অনেক সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৭৬), একুশে পদক (১৯৮১), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৮৮) প্রভৃতি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চলের শিল্পের ক্রমবিকাশ নিয়ে তিনি বিভিন্ন রচনা ও সমালোচনা লিখেছেন। ২০১১ সালের ৮ জুলাই এই গুণী শিল্পী ইন্তেকাল করেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি. . . .'। রক্তাক্ত একুশ। ভাষার জন্য আন্দোলন, বুকের রক্ত ঢেলে দেয়া পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল ঘটনা। বাংলার দামাল ছেলেরা তাজা রক্তের বিনিময়ে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ছিনিয়ে আনে মাতৃভাষার অধিকার। প্রতিষ্ঠা পায় বাংলা। সেই মহান আত্মত্যাগের ফলে একুশে ফেব্রুয়ারি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ইউনেস্কো ২০০০ সালে সারা বিশ্বে একযোগে পালনের জন্য একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এ স্বীকৃতির ফলে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন আরও তাৎপর্য লাভ করে । জাতি হিসেবে বাঙ্গালি, ভাষা হিসেবে বাংলা এবং দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে পায় এক নতুন এবং গৌরবময় পরিচিতি।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পরেই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। পরিসংখ্যানগত দিক থেকে পাকিস্তানের সকল জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বাঙ্গালিরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩ ভাগ জনগণ ছিল উর্দু ভাষাভাষী। তাই যৌক্তিক ভাবেই পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দেয়ার জন্য দাবি উঠে।

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনেই বিরোধী দলীয় বাঙ্গালি সদস্য ধীরেন্দ্র নাথ শম্ভু উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দেয়ার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীসহ জাতীয় পরিষদের অন্যান্য অবাঙ্গালি সদস্যদের বিরোধিতার মুখে পড়ে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি বাঙ্গালি সরকারি চাকুরিজীবী, শিক্ষক, ছাত্র সহ সাধারণ বাঙ্গালিদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া ফেলে দেয়। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ নাগাদ রাষ্ট্রভাষার দাবির আন্দোলন রাজপথে গড়ায়। ঐ বছরের জানুয়ারিতে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ এ আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল। পরবর্তীতে ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তার পূর্ব-বাংলা সফরের সময় এক জনসভায় এবং ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ সমাবর্তনে ঘোষণা করেন 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। তার এই ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তান বিক্ষোভে ফুঁসে উঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এই অবস্থায় পাকিস্তানের জাতীয় নেতৃত্ব অন্য কোন উপায় না পেয়ে বাংলা ভাষার আন্দোলনকে গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্য আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়নের নীতি গ্রহণ করে। ক্রমে রাষ্ট্রভাষার এই আন্দোলন সারাদেশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকার পল্টনের এক জনসভায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। তার এই ঘোষণায় পূর্ব বাংলা আবার নতুন করে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ

(১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বই আলোচনা

হামিদুল আলম সখা

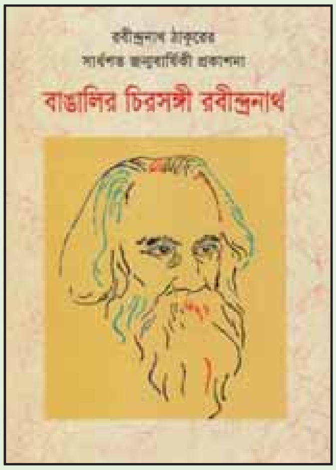

বাঙালির চির সঙ্গী রবীন্দ্রনাথ
সম্পাদক ঃ ম. মাহফুজুর রহমান
প্রচ্ছদ ঃ সমর মজুমদার
গ্রাফিক ডিজাইন ঃ রবিউল হোসেন রবি
প্রকাশক ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রকাশকাল ঃ ২৬ নভেম্বর, ২০১১

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী ২০১১ পালিত হচ্ছে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক স্থানে। বাংলাদেশে রবি ঠাকুরের এ জন্মবার্ষিকীর গুরুত্ব ব্যাপক। কেননা রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে প্রোথিত। রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' কবিতাটি আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে স্থান দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের জীবনে তাঁর কবিতা, গান, নাটক ও প্রবন্ধের একটি প্রভাব পড়েছে। যে কারণে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ নিজেকে বাঙালি হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। বাঙালির প্রতিটি পরতে পরতে রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব বিদ্যমান।

বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। কেন্দ্রীয় ব্যাংকও পিছিয়ে রইল না। রবীন্দ্রনাথকে চির জাগরূক হিসেবে রাখার জন্য স্মারক রৌপ্য মুদ্রা চালু করা হলো, ২৬ নভেম্বর, ২০১১ তারিখ বাংলাদেশ ব্যাংক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করল, আর এ অনুষ্ঠানে মোড়ক উন্মোচন করা হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকীর প্রকাশনা 'বাঙালির চির সঙ্গী রবীন্দ্রনাথ'। মোড়ক উন্মোচন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। এ স্মারক গ্রন্থের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান।

যার প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় এসব কাজ সম্পাদন করা হলো তিনি হলেন রবীন্দ্র প্রেমিক, কৃষকের বন্ধু, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। স্মারক গ্রন্থ দুই বাংলার কুড়ি জন বরেণ্য লেখকের লেখায় সমৃদ্ধ। তাঁরা হলেন-মুস্তফা নূরউল ইসলাম, ড. আনিসুজ্জামান, হায়াৎ মামুদ, সেলিনা হোসেন, সনৎ কুমার সাহা, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, ড. আতিউর রহমান, আবদুশ শাকুর, আহমদ রফিক, শিবাজী প্রতিম বসু, মীনাক্ষী সিংহ, সৌমিত্র শেখর, সুভাস সিংহ রায়, ডা. ওয়াহিদ নবী, মোঃ নূরুল আমিন, ফজল মোবারক ও আমিনুল ইসলাম বেদু।

২০০ পৃষ্ঠার বইটি অফসেট গ্লোসি কাগজে ঝকঝকে ছাপা। বইটির শেষদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজ হাতে স্কেচ করা ৪১টি দুর্লভ চিত্রকর্ম স্থান দিয়ে বইটির মান একধাপ উন্নতকরণ করা হয়েছে। সুন্দর বাঁধাইয়ের জন্য অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। বাংলাদেশ ব্যাংক এ স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে উদারতা দেখিয়ে বইটির বিনিময় মূল্য রাখেনি। এজন্য গভর্নর মহোদয় ধন্যবাদ পাওয়ার দাবি রাখে।

ড. আনিসুজ্জামান তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন, সারা পৃথিবীকে মানবতার বাণী শোনাবার স্পর্ধা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার সময়েই তাঁর মনে হয়েছিল পৃথিবীতে এক প্রবল ঝড় আসন্ন। চীনের উপর জাপান আক্রমণ চালালে রবীন্দ্রনাথ জাপানি কবি নিগোচিকে লিখেছিলেন 'যে জাপানি জনগণকে আমি ভালো বাসি, আমি তাদের বিজয় নয়-বিশাদ কামনা করি।' -------এই রবীন্দ্রনাথ আমাদের চির সাথী।

ড. আতিউর রহমান তাঁর লেখায় বলেছেন, 'সমাজের একাংশকে নিচে ফেলে রেখে উন্নয়নের উচ্চ শিখরে যে আরোহন করা যায় না সে কথাটি রবীন্দ্রনাথ বহুবার বহুভাবে বলেছেন'।

'যারে তুমি নিচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।'

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান এর সম্পাদনায় 'বাঙালির চিরসঙ্গী রবীন্দ্রনাথ' নামের যে স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে তার গুরুত্ব অনেক। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এ গ্রন্থটি বাংলাদেশ এবং রবীন্দ্রনাথ এক ও অভিন্ন তা চির জাগরূক হয়ে থাকবে।

এমন সুন্দর প্রকাশনা বার বার আসবে বলে আমরা আশা করি। ধন্যবাদ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে।

সহকারী পরিচালক, ডিবিআই-২, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

দুঃখনামা

নাসরিন বানু

তোকে নিয়ে ভাবনা ছাড়া আরও অনেক বিষয় আছে
ছাইয়ে চাপা আগুন জ্বলে নিয়ত এই বুকের কাছে
যুদ্ধ এবং যুদ্ধ চলছে ঘরে বাইরে চারিপাশে
মরতে মরতে বাঁচার আশা এই চলে যায় আবার আসে

হ্যাঁচকা সময় টান দিচ্ছে দু'দিক থেকে দু'হাত ধরে
সত্য কথা বলতে এখন সত্যি আমার ডরই করে
কাঁটা তারের বেড়ায় জীবন ঘেরা আছে অজস্র ঘর
কতেক দেখি উঠে যাচ্ছে সাঁ সাঁ করে মেঘ বরাবর

তোর পতাকা উড়ছে আজও রক্তমাখা জ্যান্ত রথে
তুইই আবার সেসব ঢেকে চলতে থাকিস উল্টোপথে
তোর দু'ধারে চোখ মেলে দেখ এইকী জীবন এই কী বাঁচা
প্রাণভোমরার বাতাসটুকু আটকে আছে লোহার খাঁচা

তুইতো ছিলি বসত ভিটা সোঁদা গন্ধের বৃষ্টি ধুলো
লাল গালিচায় গা ঢাকলি ঝেড়ে ফেলে শিশির গুলো
কানে কানে বললি সবার 'সবই কুহক এখানে নেই কোনই আশা'
নিজের হাতেই করে দিলি নিজের ভূমি কোণঠাসা

দু'শ বছর গিলে খেয়ে ফেলে গেছে যে ভাষা
আধেক তাকে আধেক মাকে মিশিয়ে আনিস দুর্দশা
তোর ভাষাতে কথা বলতে আমরা এখন লজ্জা পাই
আনী রঙের শাড়ীর ভাঁজে ভিন্নদেশের সং নাচাই

তোর বুকেতে বিছিয়ে আছে কাফন বিহীন স্মৃতির আতর
তোরই বুকে ঠাঁই দিয়েছিস বুকের ঘাতক মীরজাফর
তবু তোকে ছাড়া কোন আঙুল গড়গড়িয়ে আর চলে না
তোকে নিয়ে লিখতে আমার সত্যি এখন ভাল্লাগেনা।

গ্রীন ব্যাংকিং

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ভারসাম্যহীনতার বিপন্ন পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখতে সারা পৃথিবীর নীতিনির্ধারক-বিশেষজ্ঞরা আজ এক কাতারে সমবেত হয়েছেন। উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রতি উন্নত দেশগুলিও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। তবে প্রকৃতির প্রতিশোধ থেকে রেহাই পেতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবেশের প্রতি নির্মমতা সর্বাগ্রে পরিহার করতে হবে। বৃক্ষ হলো নিরাপদ পরিবেশের এক বিশেষ উপকরণ। বাংলাদেশকে সবুজ শ্যামলিমায় ভরিয়ে তুলতে তাই আমাদের এক মুহূর্তও নষ্ট করার সুযোগ নেই। এ স্পৃহাতেই নিকট ভবিষ্যতে গ্রীন ব্যাংকিংয়ে বাড়তি গতি সূচিত হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকে নতুন তিনজন ডেপুটি গভর্নর

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান, সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী এবং অবসরপূর্ব ছুটি ভোগরত নির্বাহী পরিচালক নাজনীন সুলতানা ২৩ জানুয়ারি, ২০১২ তারিখ বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর হিসেবে যোগদান করেছেন। তাঁরা ২৩ জানুয়ারি, ২০১২ তারিখ থেকে পরবর্তী তিন বছরের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। উল্লেখ্য যে, এঁদের মধ্যে নাজনীন সুলতানা বাংলাদেশে প্রথম নারী ডেপুটি গভর্নর হিসেবে অভিষিক্ত হলেন।

আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান

আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিষয়ে সম্মানসহ স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৮১ সালে সরাসরি সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাকুরিতে যোগদান করেন। চাকুরিজীবনে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ভ্যান্ডারবিল্ট ইউনিভার্সিটি থেকে ১৯৯৭ সালে অর্থনীতিতে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৮৯ সালে তিনি রুবাল ফাইন্যান্স বিষয়েও যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে তিন মাসব্যাপী একটি কোর্স সমাপ্ত করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের সুদীর্ঘ ৩০ বছরেরও অধিক সময়ে চাকুরি জীবনে তিনি ২০১০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে নির্বাহী পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। এর পূর্বে তিনি প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের মহাব্যবস্থাপকের দায়িত্বে ছিলেন। ডেপুটি গভর্নর হিসেবে যোগদান করার পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত তিনি নির্বাহী পরিচালক হিসেবে চাকুরিতে বহাল ছিলেন।

এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে প্রধান কার্যালয়ের বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন, ভিজিলেন্স বিভাগ, হিসাব বিভাগ, কৃষি ঋণ বিভাগ, হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট ও রংপুর অফিসে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে এবং রাজশাহী অফিসের প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া দীর্ঘ কর্মজীবনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও ওয়ার্কশপে যোগদানের জন্য তিনি ভারত, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, জার্মানি এবং যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করেন। তিনি ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ এর একজন ডিপ্লোমেড এসোসিয়েট এবং বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির একজন আজীবন সদস্য।

আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলার তারাকান্দি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক কন্যা ও দুই পুত্র সন্তানের জনক।

সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী

সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি বিষয়ে সম্মানসহ স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করার পর ১৯৮১ সালে সরাসরি প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন। চাকুরি জীবনে তিনি ফাইন্যান্স ও একাউন্টিং-এ এমবিএ ডিগ্রী অর্জন করেন। ব্যাংকিং ডিপ্লোমা পরীক্ষায় দ্বিতীয় পর্বে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং বাংলাদেশ ব্যাংক পদক অর্জন করেন। তিনি ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ এর একজন ডিপ্লোমেড এসোসিয়েট। সুর চৌধুরী ২০১০ সালের ২মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকে সুদীর্ঘ ৩০ বছরের চাকুরি জীবনে প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ, ট্রেনিং একাডেমী, সচিব বিভাগ, শিল্পঋণ বিভাগ, ব্যাংক পরিচালনা ও উন্নয়ন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। চৌধুরী বাংলাদেশ ব্যাংক চট্টগ্রাম অফিসে দু'বছর মহাব্যবস্থাপক পদে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া কর্মজীবনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও ওয়ার্কশপে যোগদানের জন্য তিনি ভারত, সিঙ্গাপুর, কোরিয়া, তাইওয়ান, ফিলিপাইন ও সুইডেন ভ্রমণ করেন। তিনি ঢাকাস্থ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এবং চট্টগ্রামস্থ প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স বিষয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করেন। তিনি চট্টগ্রাম ব্যাংকার্স ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও আজীবন সদস্য। তিনি নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার ধুপাইল গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক কন্যা সন্তানের জনক।

নাজনীন সুলতানা

নাজনীন সুলতানা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে অনার্স ও এমএসসি ডিগ্রী লাভের পর ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের কম্পিউটার ডিভিশনে সহকারী পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে তিনি জার্মানি ও ব্যাংকক-এ কম্পিউটারের উপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এছাড়াও জাপান, সিঙ্গাপুর, ভারত, বাহরাইনসহ বিভিন্ন দেশে তিনি বিভিন্ন কর্মশালা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের কম্পিউটার সম্পর্কিত বিভাগসমূহ ছাড়াও তিনি ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ-এ কম্পিউটারাইজেশনের ভিত্তি রচনার দায়িত্ব পালন করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৮৮ সালে ১ বছর ডেপুটেশনে এনবিআর-এ নিয়োজিত ছিলেন।

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্বাচিত এবং ১৯৯২ সালে প্রকাশিত এসএসসি পর্বের পাঠ্যপুস্তক 'মাধ্যমিক কম্পিউটার বিজ্ঞান' এর লেখকমণ্ডলীর মধ্যে নাজনীন সুলতানা অন্যতম লেখক ছিলেন। বইটি কম্পিউটার বিভাগের চারজন কর্মকর্তা যৌথভাবে রচনা করেন। ১৯৮৫ সালে জার্মানিতে প্রশিক্ষণকালে তিনি এবং অপর দুই সহযোগী মিলে তৈরি করেন বাংলা ওয়ার্ড প্রসেসিং সফট্ওয়্যার। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে প্রায় প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা তিনি ডায়রির পাতায় লিখেছিলেন। ২০০৮ সালের ২১শে বই মেলায় 'একাত্তরের ডায়রি' নামে তা মুদ্রিত হয়। তিনি ২০০০ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রথম মহিলা মহাব্যবস্থাপক হিসেবে এবং ২০০৯ সালে প্রথম মহিলা নির্বাহী পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে বর্তমানে অবসর উত্তর ছুটিতে ছিলেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে তিনিই প্রথম নারী যিনি ডেপুটি গভর্নর হিসেবে যোগদান করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জননী।

নন-ভেজ ও ভেজদের বলছি-১ম পর্ব

ডাঃ মোঃ মাহফুজুল হোসেন

আজকাল কেউ কেউ শুধুই নিরামিষভোজী, আবার কেউ অতিরিক্ত আমিষপ্রিয় হয়ে যাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, ভেগানরা প্রাণীজ খাদ্যের বিরুদ্ধে যেন ভুখ হরতাল শুরু করে দিয়েছেন। রোগের হাত থেকে রক্ষা পাবার আশায় অতি সাবধানতাবশত অনেকে তাদের দিকে ঝুঁকেও পড়ছেন। সুস্থ-সবল মানুষও প্রাণীজ প্রোটিন গ্রহণ করাকে যেন হারাম সাব্যস্ত করে নিয়েছেন। অপরদিকে আবার আমিষপ্রিয়রা সুযোগ পেলেই পেট ভরে হরদম কালিয়া-কোপ্তা, কাচ্চি-বিরিয়ানি, কাবাব, রোস্ট ইত্যাদি মাংসজাত খাদ্যে আসক্ত হয়ে পড়ছেন। নিরামিষের গন্ধ পেলে নাকে রুমাল দিয়ে নাক ঢেকে দূরে পালাতে পারলে যেন তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। বিশেষ করে স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ফাস্ট ফুড খাওয়ায় যেন কম্পিটিশনে নেমে পড়েছে। ফলে কম বয়সেই মুটিয়ে যাচ্ছে। কেউ আবার পেটের পীড়া ও নানা রকম উপসর্গে ভুগছে। সবজি খাওয়ারও যে প্রয়োজন রয়েছে, তা জানা সত্ত্বেও মানার প্রতি তারা উদাসীনই থেকে যাচ্ছে। কাজটা কি আদৌ ঠিক হচ্ছে?

পানির পরে প্রোটিন জীবনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় একটি উপাদান। দেহের মাংসপেশী, হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক, রক্ত, চামড়া, চুল, নখ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ও তন্ত্র গঠনের প্রাথমিক উপাদান হলো এই প্রোটিন। মূলত সকল দেহকোষই প্রোটিনের উপর নির্ভরশীল। প্রোটিনের অভাবে রক্ত জমাট বাধতে পারে না এবং ক্ষত শুকাতে সময় লাগে। দৈহিক ও জনন-তন্ত্রের স্বাভাবিক গঠন ও বিপাকের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রোটিন এবং এর মূল উপাদান এমাইনো এসিডগুলো উৎসেচকের ভূমিকা পালন করে থাকে। তাছাড়া রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট এনজাইমগুলো গঠনের জন্যও প্রোটিন প্রয়োজন। বিশেষ করে শিশুদের শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি হলে নানারকম অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে পারে। সুতরাং প্রোটিনের ঘাটতি হলে আমাদেরকে কিরকম বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে তা সহজেই অনুমেয়।

বর্তমান গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষের শরীরের জন্য প্রতিদিন ০.৮ গ্রাম/কেজি প্রোটিন খাওয়া প্রয়োজন। প্রোটিনের গুরুত্ব সম্পর্কে আগেই বলেছি। এই প্রোটিন সরবরাহের জন্য শুধুমাত্র প্রাণীজ খাদ্যের উপর নির্ভর করা শরীরের জন্য ভালো নয়, আবার একেবারে বর্জন করাও স্বাস্থ্যসম্মত নয়। শিশুদের বাড়ন্ত বয়সে প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ একটু বেশি লাগে। প্রতিদিনকার প্রোটিনের চাহিদা মেটানোর জন্য অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ১/২ প্রাণীজ ও ১/২ উদ্ভিজ্জ এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ১/৩ প্রাণীজ ও ২/৩ উদ্ভিজ্জ সোর্স থেকে হলে ভালো হয়। কোনো রোগের চিকিৎসা ও তৎপরবর্তী সময়ে প্রোটিন একটু বেশি পরিমাণে খাবার প্রয়োজন পড়ে। আবার কিছু কিছু রোগে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য নিয়ন্ত্রিতভাবে খেতে হয়। শারীরিক অবস্থা ভেদে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করা উচিত।

আমাদের শরীরে প্রোটিন তৈরির ব্যবস্থা নেই। কারণ প্রোটিন তৈরির জন্য অতি প্রয়োজনীয় এমাইনো এসিডগুলো মানুষের শরীরে থাকে না বা তৈরি হয় না। তাই অন্যান্য 'তৃণভোজী পশু', মাছ ও উদ্ভিদ থেকে আমাদেরকে এগুলো সংগ্রহ করতে হয়।

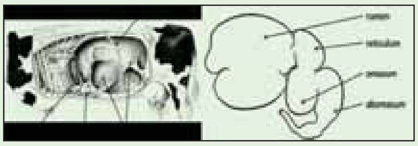

মজার ব্যাপার হলো মহান আল্লাহ্ তায়ালা তৃণভোজী প্রাণীদের দেহকে আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরির কারখানা বানিয়ে রেখেছেন। তৃণভোজী প্রাণী যেমন গরু, মহিষ, ছাগল ভেড়া, হরিণ, উট ইত্যাদি বিশেষপ্রকার পরিপাকতন্ত্রের অধিকারী। এদের চার প্রকোষ্ঠ (রুমেন, রেটিকুলাম, ওমেসাম, এবোমেসাম) বিশিষ্ট পাকস্থলির 'রুমেন ও রেটিকুলামে' প্রচুর পরিমাণে 'সিমবায়োটিক এনারোবিক ব্যাকটেরিয়া' থাকে এবং এগুলো এনজাইম 'সেলুলেজ' ধারণ করে।

রুমেন ও রেটিকুলামের কার্যকারিতা ও নিয়মতান্ত্রিক সংকোচনের কারণে পশু খাদ্য উত্তমরূপে সংমিশ্রিত হয়। ফলে পরবর্তীতে সঠিকমাত্রায় পরিপাক ও পরিশোধিত হওয়ায় তা থেকে প্রয়োজনীয় মাংস, দুধ ও পশম তৈরি হতে পারে। 'তৃণভোজী প্রাণী' সেলুলেজ সমৃদ্ধ খাদ্য যেমন ঘাস খেলে তাদের রেটিকুলোরুমেনে অবস্থিত এই ব্যাকটেরিয়াগুলো ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ায় তা হজম এবং খাদ্য উপাদান নিঃসরণে সহায়তা করে। ফলে তৃণজাতীয় খাদ্য তারা প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ ও পরিপাক করতে সক্ষম এবং তা থেকে তাদের দেহে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ এমাইনো এসিডসমূহ পর্যাপ্ত পরিমাণে গঠিত হয়। এভাবেই তারা বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদনে সক্ষম। তাই সবজির পাশাপাশি আলাদাভাবে মাংস খাবার প্রয়োজন পড়ে না। অপরদিকে মাংসাশী প্রাণীদের পরিপাকতন্ত্রে উদ্ভিদের সেলুলেজ পরিপাকের জন্য কোন এনজাইম থাকে না এবং তাদের লালায় 'আলফা এমাইলেজ' না থাকায় তারা কার্বোহাইড্রেটও (শর্করা ও শ্বেতসার) ঠিকমত হজম করতে পারে না। তাই সবজি বা তৃণজাতীয় খাবার খেলে পরিপাকে সমস্যা দেখা দেয়। বরং তাদের পরিপাকতন্ত্র সহজেই প্রাণীজখাদ্যের প্রোটিন ও চর্বি হজম এবং অতি দ্রুত নিষ্কাশন করতে পারে এবং এর মাধ্যমেই তারা বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদনে সক্ষম।

আমরা সবাই কম-বেশি জানি যে, আমাদের দেহ গঠন ও সুস্থ-সবল থাকার জন্য সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। আর এই 'ব্যালান্স ডায়েট' খেতে হলে 'প্রাণীজ ও উদ্ভিজ' উভয় সোর্স থেকেই খাদ্য তালিকা তৈরি করা উচিত। মানুষের পরিপাকতন্ত্রে এমনকিছু এনজাইম আছে যা 'আমিষ', 'চর্বি' ও 'শর্করা'-এই তিনটি খাদ্যের উপাদানকেই ভেঙ্গে সরল গাঠনিক এককে রূপান্তরিত করতে পারে। দানাদার শস্য যেমনঃ ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি এবং মাটির নিচের সবজি যেমন আলুতে যে শর্করা থাকে তা পরিপাকের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম 'আলফা এমাইলেজ' মানুষের লালায় আছে। উদ্ভিজ্জ খাদ্যে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন থাকলেও বিভিন্ন ধরনের এমাইনো এসিড যথাযথ মাত্রায় থাকে না। তাই শুধু নিরামিষ ভোজী হলে এই ঘাটতি পূরণের জন্য প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে নানা ধরনের সবজি ও ফল-মূল খাবার দরকার হয়। কিন্তু সমস্যা হলো উদ্ভিদের কোষ আবরণের মূল উপাদান 'সেলুলোজ' হজমের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইমের ঘাটতি থাকায় এগুলো হজম করা মানুষের পক্ষে কঠিন। তাই শুধুমাত্র এই ধরনের খাদ্যের উপর নির্ভর করলে মানুষের সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই সেদিকে লক্ষ্য রেখে এই ঘাটতি পূরণের জন্য খাদ্য তালিকায় উদ্ভিজ্জ খাদ্যের পাশাপাশি প্রাণিজ খাদ্যও রাখা উচিত। যেমন নিরামিষভোজীদের মধ্যে লেক্টো-ভেজিটারিয়ানরা = নিরামিষ+দুধ খান। ওভো ভেজিটারিয়ানরা = নিরামিষ+ডিম খান। লেক্টো- ওভো ভেজিটারিয়ানরা = নিরামিষ+দুধ ও ডিম খান। পোলো-ভেজিটারিয়ানরা = নিরামিষ+ মুরগি ও সামুদ্রিক মাছও খান।

(এ্যাসিস্টেন্ট চীফ মেডিকেল অফিসার, চিকিৎসা কেন্দ্র উপ বিভাগ)

শিল্পখাতের অগ্রযাত্রা

(৯ম পৃষ্ঠার পর)

সামনে অন্যতম প্রতিবন্ধক। মনে রাখতে হবে যে উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং তাতে নিম্নআয়ের মানুষই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। যেহেতু উচ্চ মূল্যস্ফীতি শ্রমিক অসন্তোষের কারণরূপে প্রতীয়মান হতে পারে তাই এদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। যথাযথভাবে মূল্যস্ফীতির প্রশমন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাফল্য বলে গণ্য হবে।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে একদা বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ বলে পরিচিত ছিল। তৈরি পোশাক রপ্তানির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মহলে সে পরিচয় থেকে সরে এসে বাংলাদেশ নতুন পরিচয়ে পরিচিত হতে সক্ষম হয়েছে। এদেশ থেকে এখন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জাহাজ রপ্তানি হচ্ছে। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা চলে যে এদেশে শিল্পের সম্ভাবনা লুক্কায়িত আছে। সঠিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করলে শিল্পখাতের বিকাশ সময়ের ব্যাপার মাত্র।

(লেখক: সহকারী পরিচালক, ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট)

মাতৃভাষা দিবস

(১১ পৃষ্ঠার পর)

গঠিত হয় এবং ২১ ফেব্রুয়ারিকে রাষ্ট্রভাষা দিবস ঘোষণা করে ঐ দিনই সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। এর প্রেক্ষিতে, পাকিস্তান সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে সব ধরনের সভা, সমিতি ও মিছিলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ২১ শে ফেব্রুয়ারিতে ছাত্র-জনতা সরকারের এই নিষেধাজ্ঞাকে অবজ্ঞা করে বিক্ষোভ সমাবেশ করে পরবর্তীতে এক বিশাল মিছিল বের করে সরকারের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তান সরকার তার পুলিশ, প্যারামিলিটারি বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়। তাদের ছোঁড়া কাঁদানে গ্যাস, গুলিতে শহীদ হয় সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, আহত হয় শতাধিক। গ্রেফতার করা হয় সহস্রাধিক নিরীহ নিরপরাধ বাঙ্গালিকে। এই ভাবেই বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙ্গালি জাতির ইতিহাসে স্বাধিকার আদায়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। ভাষার জন্য আত্মত্যাগের এই অনন্য দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায়নি। তাই তো ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বিশ্ববাসীর কাছে বাঙ্গালিকে নতুন ও গৌরবময় পরিচিতি দান করেছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসটিকে বিশ্বের প্রায় ১৯২ টি দেশ প্রতি বছর পালন করছে। ফলে বিশ্ববাসী বাংলাদেশের ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সভ্যতাকে জানতে আগ্রহী হচ্ছে। বাংলার বিখ্যাত সব কবি, সাহিত্যিকদের সৃষ্টি সম্পর্কে জানছে। বিশ্বের দরবারে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি বিশেষ নজর কাড়ছে। বিশ্ব আজ জানে, বাঙ্গালিই একমাত্র জাতি যারা ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছে। মে দিবসে বিশ্ববাসী যেমন শিকাগোর শ্রমিক আন্দোলনকে স্মরণ করে, তেমনিভাবে বাংলার ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করে ২১ শে ফেব্রুয়ারিতে। যার ফলে আমাদের মাতৃভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতার সাথে বিশ্ববাসীর সেতুবন্ধন তৈরি হয়েছে।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতি বাঙ্গালির জাতিগত আত্মপরিচয় এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসকে আরো গৌরবোজ্জ্বল ও মহীয়ান করেছে। বিশ্বের দেশে দেশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের একুশের দিনটিই নয়, বাঙ্গালির জাতিগত আত্মপরিচয়, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসও এক অনন্য মাত্রিকতায় উপস্থিত হয়েছে। তাতে শুধু মহান ককততএকুশেরই নয় -১

জাতির এবং স্বাধীন বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিশ্বের দরবারে সমুজ্জ্বল হয়েছে। জাতি হিসেবে এ বিশাল অর্জন সন্দেহাতীত ভাবেই অহংকার ও গৌরবের।

বাংলাদেশ ব্যাংকের স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

বাংলাদেশ ব্যাংকের স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং কর্মশালা

সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে দু'দিনব্যাপী স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার সাভারস্থ ব্র্যাক সিডিএমে গভর্নর ড. আতিউর রহমান এ কর্মশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এবারের ওয়ার্কশপের মূল প্রতিপাদ্য ছিল স্ট্রেংদেনিং লিডারশিপ।

গভর্নর তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভালো কাজগুলো সহজবোধ্য করে জনগণকে অবহিত করার বিষয়ে সচেষ্ট থাকার জন্য ব্যাংকের কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, অনেক সময় আমরা কি কাজ করি তা অন্যদের কাছে বোধগম্য হয় না। তিনি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাদেরকে যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক জটিল বিষয়সমূহ সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য করে উপস্থাপনের জন্য পরামর্শ দেন। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ তাদের যোগ্য নেতৃত্ব ও কর্মদক্ষতা প্রয়োগ করে জাতির কল্যাণে আরও উদ্যোগী হবেন।

কর্মশালায় ২০১০ সালে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় গৃহীত স্ট্র্যাটেজিগুলোর উপর অর্জিত অগ্রগতি ও তা অর্জনে বাধাসমূহ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাংকের সব বিভাগের কাজগুলোকে ১০টি গ্রুপে বিভক্ত করে বিভাগগুলোর কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অর্জন ও চ্যালেঞ্জসমূহ কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়।

কর্মশালায় ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম, নির্বাহী পরিচালক মোঃ আহসান উল্লাহ্, গভর্নরের সিনিয়র কনসালটেন্ট মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী, গভর্নরের সিনিয়র অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. হাসান জামান, আইএমএফের ব্যাংক সুপারভিশন এক্সপার্ট গ্লেন টাস্কি, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের চেয়ারম্যান খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ ও বরেণ্য নাট্য ব্যক্তিত্ব আলী যাকের প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন এবং দু'দিনব্যাপী এ কর্মশালার বিভিন্ন পর্যায়ে বক্তব্য রাখেন।

কর্মশালার প্রথম দিন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের চেয়ারম্যান খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ লিডারশিপ এর উপর একটি সেশন পরিচালনা করেন এবং দ্বিতীয় দিন নাট্যব্যক্তিত্ব আলী যাকের কমিউনিকেশন্স স্কিল ডেভেলপমেন্ট এর উপর সেশন পরিচালনা করেন। এছাড়া বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে মূল্যস্ফীতি, সুদহার ও বিনিময় হার এর উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। কর্মশালায় উল্লিখিত বিষয়সমূহ পারস্পরিক ও বর্হিবিশ্বের ঘটনাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। খাদ্য ও জ্বালানি তেল বহির্ভূত কোর মূল্যস্ফীতির বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা ও করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এছাড়া মূল্যস্ফীতি, সুদ হার এবং বিনিময় হারের পারস্পরিক প্রভাব নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

মুদ্রানীতি ঘোষণা

১ম পৃষ্ঠার পর

জিডিপি প্রবৃদ্ধি বিষয়ে গভর্নর বলেন, অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে চলতি অর্থবছরে বাজেটে ৭ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। অর্থবছরের প্রথমার্ধে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতিশীলতা প্রবৃদ্ধি প্রত্যাশার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে মন্থরতার আশংকা বাস্তবে রূপ নিলে রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি দুর্বল হয়ে আসতে পারে। পাশাপাশি সরকারি পর্যায়ে বৈদেশিক সহায়তার দুর্বল প্রবাহ এবং ঋণ যোগান প্রবৃদ্ধির পরিমিতি অভ্যন্তরীণ চাহিদাকে সীমিত করবে। জিডিপি প্রবৃদ্ধি পূর্ব প্রত্যাশার চেয়ে কিছুটা কমে সাড়ে ৬ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশের মধ্যে দাঁড়াতে পারে।

সভায় গভর্নরের সিনিয়র কনসালটেন্ট মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী বলেন, মূল্যস্ফীতিকে এক অংকের ঘরে আনতে চাই। এক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি ১৬ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। তিনি বলেন, দেশে ভালো উৎপাদনের কারণে খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমছে। ভবিষ্যতে তা ৯ শতাংশে দাঁড়াতে পারে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ভাষা আন্দোলনের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে স্মারকনোট অবমুক্তকরণ অনুষ্ঠানে গভর্নর ড. আতিউর রহমানের সভাপতিত্বে ভাষা সংগ্রামী শিল্পী মুর্তজা বশীর আনুষ্ঠানিকভাবে এ নোট অবমুক্ত করছেন। উপস্থিত গুণীজনের মধ্যে পাশে ভাষা সৈনিক আবদুল মতিন, শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার, ভাষা সৈনিক আহমদ রফিক প্রমুখ

ভাষা আন্দোলনের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে স্মারক নোট অবমুক্তকরণ

ভাষা আন্দোলনের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি স্মারক নোট মুদ্রণ করেছে। উক্ত স্মারক নোট ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ বাংলাদেশ ব্যাংক কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অবমুক্ত করা হয়। গভর্নর ড. আতিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি ভাষা-সংগ্রামী শিল্পী মুর্তজা বশীর আনুষ্ঠানিকভাবে স্মারক নোটটি অবমুক্ত করেন। অনুষ্ঠানে ভাষা-সংগ্রামী আবদুল মতিন, আহমদ রফিক, কামাল লোহানী, ড. সাঈদ হায়দার, প্রতিভা মুৎসুদ্দি, শামসুজ্জামান খান, ক্যাপ্টেন (অবঃ) এম রহমান, শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার, কে. জি. মুস্তাফা, জাতীয় অধ্যাপক মরহুম কবীর চৌধুরীর কন্যা অধ্যাপক শাহীন কবীরসহ বিশিষ্ট সাংবাদিক-কলামিস্ট এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরগণ, নির্বাহী পরিচালকগণ ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন ।

সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম। নোটটির ডিজাইন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচয় করিয়ে দেন নির্বাহী পরিচালক দাশগুপ্ত অসীম কুমার।

সভায় উপস্থিত সকল ভাষা সংগ্রামী, নোটের ডিজাইনারবৃন্দ, সাংবাদিক কলামিস্ট রমণী মোহন দেবনাথ, অজয় দাশগুপ্ত এবং সুভাষ সিংহ রায় চৌধুরী ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ও তা স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের এ মহৎ উদ্যোগের বিষয় তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তাগণের বক্তব্য থেকে বাঙালির ইতিহাসে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব, তাৎপর্য এবং জাতীয় জীবনে এর প্রভাব ফুটে ওঠে। প্রমিত বাংলা ভাষা ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করে ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে হৃদয়ে প্রোথিত করতে বক্তাগণ সকলকে আহ্বান জানান।

বক্তাগণ বাংলাদেশ ব্যাংকের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং ভবিষ্যতেও বাংলাদেশ ব্যাংক এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সভাপতি গভর্নর ড. আতিউর রহমানের বক্তব্যে উঠে আসে বাংলাদেশ ব্যাংকে বাংলা ভাষার উপর গুরুত্ব প্রদানের বিষয়টি। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রমে বাংলা ভাষাকে প্রধান্য দিয়ে সকল ধরনের পরিপত্র/নীতি/আদেশ/নির্দেশ প্রথমে বাংলাতেই প্রকাশিত হয়ে থাকে। ব্যাংকার্স কমিটির সভার আলোচনাতেও ভাষা হিসেবে বাংলা ব্যবহার করা হয়। তিনি বলেন, দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ভাষা আন্দোলনে আত্মোৎসর্গকারী শহীদদের প্রতি সদা শ্রদ্ধাশীল এবং বাংলা ভাষার প্রসারে সর্বদা সক্রিয় রয়েছে। ভাষা আন্দোলনের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে মুদ্রিত স্মারক নোটটির দেশ বিদেশের সংগ্রাহকদের মাধ্যমে মাতৃভাষার জন্য বাঙ্গালিদের আন্দোলনের মহিমাকে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিবে মর্মেও তিনি প্রত্যাশা করেন।

''ভাষা আন্দোলনের ৬০ বছর ১৯৫২-২০১২'' শিরোনামে মুদ্রিত ৬০ টাকা মূল্যমানের এ স্মারক নোটের একপৃষ্ঠে রয়েছে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের প্রতিকৃতি এবং অপর পৃষ্ঠে রয়েছে ৫২-র প্রথম শহীদ মিনার ও ৫ জন শহীদ ভাষা সংগ্রামীর প্রতিকৃতি।

আলোচ্য স্মারক নোটে গাফ্‌ফার চৌধুরীর অমর রচনা 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি' লাইন দু'টিও রয়েছে। আলোচ্য স্মারক নোটের লিটারেচার ইংরেজিতে প্রণয়ন করেছেন ডেইলী স্টার পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক সৈয়দ বদরুল আহসান এবং বাংলায় অনুবাদ করেছেন ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট এন্ড পেমেন্ট সিস্টেমস এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

স্মারকনোটের ডিজাইন প্রণয়ন করেছেন এসপিসিবিএল এর ডিজাইনারসহ ডিজাইন এডভাইজরি কমিটির সম্মানিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ যথাক্রমে- ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম, নির্বাহী পরিচালক দাশগুপ্ত অসীম কুমার, এসপিসিবিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জিয়াউদ্দিন আহমেদ, জাতীয় যাদুঘরের মহাপরিচালক প্রকাশ চন্দ্র দাশ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা ইনস্টিটিউটের ডীন অব ফ্যাকাল্টি ইমদাদুল হক মোঃ মতলুব আলী।

আলোচ্য স্মারক নোটটি বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল হতে ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ তারিখ হতে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য অফিস ও অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখাসমূহে ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ তারিখ হতে পাওয়া যাচ্ছে।

জালনোট প্রচলন প্রতিরোধ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিটির সভা

বাংলাদেশ ব্যাংক মূল ভবনের ৪র্থ তলার কনফারেন্স রুমে জালনোট প্রচলন প্রতিরোধ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ অনুষ্ঠিত হয়। গভর্নর ডঃ আতিউর রহমানের উপস্থিতিতে সভায় সভাপতিত্ব করেন নির্বাহী পরিচালক দাশগুপ্ত অসীম কুমার। সভায় বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থার বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় জালনোট প্রচলন প্রতিরোধে গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থাদিসহ জালনোটের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যের উপর বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপতি এটিএম বুথে জালনোট প্রাপ্তির বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে এ জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপ এবং জালনোট প্রচলন প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপও সভায় উপস্থাপন করেন।

গভর্নর জালনোট প্রতিরোধে বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং তার অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং উপস্থিত সকলের প্রতি এ সংক্রান্ত দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। তিনি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী ও গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তাসহ উপস্থিত সকল মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদেরকে এ বিষয়ে সমন্বিতভাবে কাজ করে জালটাকা প্রস্তুতকারীদের মূলোৎপাটনের জন্য আহবান জানান। সে সাথে বাজারে জালনোট প্রবেশ সংক্রান্ত ভিত্তিহীন খবরে আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক ডঃ মোঃ গোলাম মুস্তাফা কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
ফোন: ৭১২০৯৫১; ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৭১১০২১১; ই-মেইল: golam.mustafa@bb.org.bd; ওয়েবসাইট:www.bangladesh-bank.org/www.bangladeshbank.org.bd
মুদ্রণে: কালার ক্যাম্পাস, সুলতান আহমেদ প্লাজা ৩য় তলা, ৩২ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৫৬৪৯৪১, ৯৫৫৫৭৪১, ই-মেইল: color_campus@yahoo.com